www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

কিশোরগঞ্জে

মীলাদ-কিয়ামের বাহাছ

হযরত আল্লামা মোঃ রুহুল আমিন (রহঃ)
২৪ পরগনা, বশিরহাট, ভারত

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

কিশোরগঞ্জে মিলাদ-কিয়ামের বাহাছ

জেলা : উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী–
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ ফকিহ
শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ হযরত আল্লামা–

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

সংগ্রহকারী

মাওলানা ফয়জুর রহমান সাহেব

মোহাম্মদপুর, পোঃ কল্যান্দী, জেলা ঃ নোয়াখালী

পরিবেশনায়

রশীদ বুক হাউস
৬, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

ছারছীনা লাইব্রেরী
প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

কিশোরগঞ্জের মিলাদ-কিয়ামের বাহাছ
মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)
সংগ্রহকারী ঃ মাওলানা ফয়জুর রহমান

প্রকাশক ঃ
মুহাঃ আবদুর রব খান
রশীদ বুক হাউস
৬ নং প্যারীদাস রোড, ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল ঃ
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৮০৯ বঙ্গাব্দ
চতুর্থ সংস্করণ ঃ ২০১০ ইংরেজি

[লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মূল্য ঃ ৬০.০০ টাকা মাত্র

কম্পোজ ঃ
যোগাযোগ কম্পিউটার বিভাগ
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণে ঃ
আল-আকাবা প্রিন্টার্স
প্যারীদাস রোড, ঢাকা ১১০০

প্রাপ্তিস্থান

দারুল বুহুছ লাইব্রেরী
সোবহানী ঘাট, সিলেট

বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ
৬ নং প্যারীদাস রোড
ঢাকা-১১০০

ছালেহিয়া দ্বীনিয়া লাইব্রেরী
দারুন্নাজাত মাদ্রাসা
ডেমরা, ঢাকা

ইসলামিয়া লাইব্রেরী
সাহেব বাজার, রাজশাহী

দেওয়ান ষ্টোর
বড় মসজিদ রোড
টাঙ্গাইল

বই মেলা
কুষ্টিয়া

এছাড়া বাংলাদেশের
প্রতিটি ধর্মীয় লাইব্রেরীতে
পাওয়া যায়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى
رَسُوْلِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

কিশোরগঞ্জে মিলাদ-কিয়ামের বাহাছ

১৩৪৫ সালের ৮ই আষাঢ় ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা টাউনে এক বাহাছ সভার অধিবেশন হয়। এই বাহাছ সভার জন্য পূর্বেই মহকুমার হাকিম সাহেবের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করা হইয়াছিল। কেয়াম অমান্যকারি দল ঐ দলভুক্ত মাওলানা আতহার সাহেবকে শালিস মান্য করার জন্য উক্ত মাননীয় হাকিম সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন। কেয়াম জায়েজকারি দল ইহা জানিতে পারিয়া হাকিম বাহাদুরের নিকট জানান যে, উক্ত মাওলানা সাহেব কিংবা হযরত নগরের মাদ্রাসার দল সবই কেয়াম অমান্যকারি দলভুক্ত, কাজেই আমরা তাঁহাদিগকে শালিস মান্য করিতে পারিব না। শেষ মীমাংসা এই হয় যে, পুলিশ ইনস্পেক্টর সাহেব সভার শান্তি রক্ষা করিবেন, প্রত্যেক শ্রোতার বিবেক শালিস হইবে। মিলাদের কেয়াম নাজায়েজকারিদের পক্ষে ত্রিপুরার মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব (ব্রাক্ষণবাড়িয়া মাদ্রাসার হেড মোদার্রেছ), মাওলানা মোছলেহউদ্দিন সাহেব (হযরত নগর মাদ্রাসার সুপারেনডেন্ট) ময়মনসিংহ জেলার ঠুটিয়ার চরের মৌলবী আবদুছ ছামাদ সাহেব, মৌলবী সৈয়দ হামিদুল হক ওরফে তাহের মিঞা (হযরত নগরের জমিদার) কালিয়ার-কান্দার মৌলবী মহিউদ্দিন, কালিয়ার-কান্দার মৌলবী আবদুল হক, তারাপাশার মৌলবী আবদুল করিম, তারাকান্দীয়া পাকুন্দিয়ার মাওলানা আবদুল হালিম, জালিয়ার মৌলবী আবদুল করিম, মাতিয়ার মৌলবী আবদুল হাকিম, কালিয়া-কান্দার মৌলবী আবদুল মজিদ ও শেঁওড়ার মৌলবী আবদুল হাফেজ সাহেবান উপস্থিত ছিলেন।

কেয়াম জায়েজকারিদের পক্ষে উত্তর চব্বিশ পরগণা বশিরহাটের আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব চার মণ কেতাবসহ সাতই আষাঢ় বেলা দুইটার সময় কিশোরগঞ্জে

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

উপস্থিত হন, তাঁহার সঙ্গে খোরাছানের মাওলানা গোলাম মোহাম্মদ সাহেব, যশোহরের মাওলানা মোফাজ্জল হোসেন সাহেব ছিলেন, আমিও এই পুস্তকের প্রথম সংগ্রহক মাওলানা ফয়জুর রহমান সাহেব তাঁহার সহকারী ছিলাম।

স্থানীয় আলেম ও গণ্যমান্য লোকদিগের মধ্যে কান্দাইলের মাওলানা আবদুল হাই খাঁ সাহেব, কাটাবাড়িয়ার শাহ মৌলবী ওমর ছিদ্দিক, চান্দের হাশীর মৌলবী মোহাম্মদ আলী, হাজীপুরের মাওলানা আবদুল আহাদ, নিকলীর মৌলবী আবদুল বারী, করি-আইলের মৌলবী আবদুল করিম, চান্দেরহাশীর মৌলবী আবদুল বারী, হমিশবেড়ের মৌলবী মোহাম্মদ আলী, চাঁদপুরের মৌলবী আবদুর রাজ্জাক এবং মৌলবী নজিরউদ্দিন খাঁ, দরবারপুরের মৌলবী ওয়াএজউদ্দিন, গোজারদিয়ার মৌলবী জহিরউদ্দিন, উলুখোলার মৌলবী শাকেরউদ্দিন, সিন্দুরিপের মৌলবী শফিউদ্দিন, মহিষাখালীর মৌলবী আবদুল অহাব, কিশোরগঞ্জের হেকিম মৌলবী আবদুল হাই এবং মোক্তার জিল্লুর রহমান, এছরাইল সরকার, হযরত নগরের আহমদ হাফেজ, লতিফাবাদের মাওলানা দোস্ত মোহাম্মদ, গাগলাইলের আবদুল হাফিজ ভুইয়া ও হেদাএতুল্লাহ সরকার, বলাইপুরের কারামত আলি মিয়া, মাথিয়ার আলী নওয়াজ প্রধানী, চান্দেরহাশীর মোহাম্মদ মনুল্লাহ, মনুয়ারপুরের রইছদ্দিন মিয়া, চতুরকান্দীর আবদুল্লাহ মিয়া, খলাপাড়ার মৌলবী আবদুল লতিফ ও মৌলবী আবদুল আজিজ, ভবিরচরের রওশন সরকার, করুনশীর মৌলবী এছরাইল, দীঘির পাড় পাঁচবাগের মৌলবী নেজামউদ্দিন, গাগলাইলের আবদুল লতিফ ভুঁইয়া ও ফাজেলউদ্দিন ভুঁইয়া, মোনাকর্শার এছরাইল প্রধানী ও সুলতান প্রধানী ও মাথিয়ার মোহাম্মদ ইয়াকুব প্রভৃতি গণ্যমান্য বহুলোক উপস্থিত ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে কেয়াম নাজায়েজকারিদিগের পক্ষ হইতে মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব ও কেয়াম জায়েজকারিদের পক্ষ হইতে আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব তার্কিক নিযুক্ত হইলেন।

প্রথমে আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব বলেন যে, বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে, কোন কোন আলেম সাহেবান মৌলদ শরীফের মজলিসে কেয়াম করা মোস্তাহাব ছওয়াব। আর কোন কোন আলেম সাহেবান বলেন, কেয়াম করা হারাম ও নৌকা দৌড় হইতে ৪২ (বিয়াল্লিশ) গুণ পাপ।

কেয়াম নাজায়েজকারিগণ শেষোক্ত কথা বলিয়াছেন কিনা? তাহারা বলিলেন, আমরা এই বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

তৎপরে আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেয়ামকে হারাম বলেন কিনা? তিলি বলিলেন, প্রথমে

কেয়াম কি তাহা আমি জানি না। তখন আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব বলিলেন, তবে আপনি কি জন্য বাহাছ করিতে আসিয়াছেন? তখন তিনি বলিলেন, যদি কেহ কেয়ামের সময় হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুহ উপস্থিত হওয়ার ধারণায় কেয়াম করে, তবে শেরেক ও কাফের হইবে। আর ইহার ধারণা না থাকিলে, বেদয়াত হইবে। আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব বলিলেন, বেদয়াত পাঁচ প্রকার– ওয়াজেব, হারাম, মাকরুহ, মোস্তাহাব ও মোবাহ। ইহা কোন্ প্রকার বেদয়াত? মাওলানা তাজুল ইছলাম সাহেব বলিলেন, উহা বেদয়াতে ছাইয়েয়া। আল্লামা রুহুল আমিন বলিলেন, উহা বেদয়াতে ছাইয়েয়া হইলে, হারাম হইবে, না মকরুহ তহরিমি হইবে? মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব ইহার কোন উত্তর দিলেন না।

তখন আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব বলিলেন, আপনি যে কেয়ামকে শেরক, কোফর কিংবা বেদায়াতে-ছাইয়েয়া বলিতেছেন, এই দাবির দলীল পেশ করুন। মাওলানা তাজুল ইছলাম সাহেব ইহার দলীল পেশ করিতে রাজি হইলেন না, তিনি বলিলেন, আপনি মোস্তাহাব বলিতেছেন, ইহার প্রমাণ পেশ করুন। হযরত নগরের মৌলবী তাহের সাহেব বলিলেন, আপনি মোস্তাহাব হওয়ার দলীল পেশ করিবেন। ইহাতে আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব বলিলেন, আপনি পক্ষপাত মূলক কথা কেন বলিতেছেন? ইনস্পেক্টর সাহেব বলিলেন, আপনি কোন কথা বলিবেন না।

দুনিয়ার সমস্ত লোক কেয়াম করিয়া আসিতেছেন, আর এখন একদল উহা শেরক, কোফর বেদয়াতে ছাইয়েয়া বলিয়া অশান্তি সৃষ্টি করিতেছেন, কাজেই তাহাদিগকেই প্রথমে নিজেদের দাবির দলীল পেশ করা ন্যায় সঙ্গত, কিন্তু মাওলানা তাজুল ইছলাম সাহেব এই সঙ্গত কার্যে নারাজ হইয়া সত্যের অবমাননা করিলেন। প্রত্যেক পক্ষকে ২০ মিনিট করিয়া বক্তৃতার সময় দেওয়া হইল।

আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব কেতাবরাশি সম্মুখের টেবিলের উপর সাজাইয়া মাওলানা মোফাজ্জেল হোছেন সাহেবকে যখন যে কেতাবের দরকার হয় তাহা বাছিয়া দিতে নিযুক্ত করিলেন। তৎপরে তিনি অনুমান ১০ হাজার লোকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা হানাফী মাজহাবাবলম্বী, আমাদের ছুন্নত অল-জামায়াতের মতে শরিয়তের চারটি দলীল কোরআন, হাদিস, এজমা ও কেয়াছ। শরিয়তের মছলা প্রথমে কোরআন হইতে বাহির করিতে হয়, কোরআন

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শরীফে না থাকিলে, হাদিস হইতে বাহির করিতে হয়। হাদিস শরীফে না থাকিলে, মোজতাহেদগণের এজমা হইতে বাহির করিতে হয়। এজমার অর্থ কোন জামানাতে মোজতাহেদগণের কোন হুকুমকে একমতে স্বীকার করা। এই মোজতাহেদগণ মোজতাহেদ মোস্তাকেল হইতে পারেন, মোজতাহেদ মোন্তাছেব হইতে পারেন, মোজতাহেদ ফিল্ মাজাহেব হইতে পারেন, মোজতাহেদ-ফিল মাছায়েল হইতে পারেন, কোন প্রকার এজতেহাদের শক্তি থাকিলে, তাহাদের দ্বারা এজমা হইবে।

১নং হাশিয়া, তওজিহ, ২৮৩ পৃষ্ঠা;–

وهو اتفاق المجتهدين من امة محمد صلعم فى عصر على حكم شرعى *

হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মোজতাহেদগণের কোন সময়ে কোন এক শরিয়তের হুকুমের প্রতি একমত হওয়াকে এজমা বলা হয়।

এনছাফ, ৬৬ পৃষ্ঠা;–

وان المطلق نوعان مستقل وقد فقد من راس الاربع مائة فلم يمكن وجوده ومنتسب وهو باقى الى ان ياتى اشراط الساعة الكبرى و لايجوز انقطاعه شرعا لانه فرض كفاية *

"মোজতাহেদ মোতলাক দুই প্রকার– প্রথম মোস্তাকেল, চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম হইতে ইহা দুর্লভ হইয়া গিয়াছে, এইহেতু উহা পাওয়া সম্ভব নহে, দ্বিতীয় মোজতাহেদ মোন্তাছেব ইহা কেয়ামতের বড় বড় চিহ্নগুলি আসা পর্যন্ত বাকি থাকিবে, শরিয়ত অনুযায়ী এইরূপ মোজতাহেদের দুষ্প্রাপ্ত হওয়া জায়েজ নহে, কেননা উহা ফরজে কেফায়া।"

ছহিহ বোখারির টিকা আয়নি, ১৩।৪৮২ পৃষ্ঠা;–

فيه امتناع خلو العصرعن المجتهدين *

"এই হাদিসে বুঝা যায় যে, কোন জামানা মোজতাহেদগণ হইতে খালি থাকা অসম্ভব।" ১নং হাশিয়া শেষ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর এজমা তিন প্রকার, সমস্ত মোজতাহেদের উক্ত হুকুম প্রচার করা, কিম্বা কতক মোজতাহেদ উহা বলেন, কিম্বা করেন, অবশিষ্ট মোজতাহেদগণ উহার প্রতিবাদ না করিয়া মৌন অবলম্বন করিয়া থাকেন প্রথমটিকে এজমায়-কওলী, দ্বিতীয়টিকে এজমায়ে-ফেয়েলী ও তৃতীয়টিকে এজমায়ে-ছোকুতি বলা হয়। প্রথম দুইটি এজমার উপর কোন আলেমের মতভেদ নাই, কিন্তু হানাফিদিগের পক্ষে দলীল হইবে।

কোরআন শরীফে আছে– حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ *

"তোমাদের উপর তোমাদের মাতা ও কন্যা হারাম করা হইয়াছে।"

২নং হাশিয়া : নূরোল-আনোয়ার, ২১৭ পৃষ্ঠা;–

ركن الاجماع نوعان عزيمة وهو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق اى اتفاق الكل على الحكم بان يقولوا اجمعنا على هذا ان كان ذلك الشئ من باب القول او شروعهم فى الفعل ان كان من بابه كما اذا شرع اهل الاجتهاد جميعا فى المضاربة او المزار عة او الشركة كان ذلك اجماعا و رخصة هو ان يتكلم او البعض دون البعض و سكت البادون ولا يردون عليهم بعد مضى مدة التامل وهو ثلثة اتام او مجلس العلم *

শরহে-মোছাল্লামে, ৫২১ পৃষ্ঠা;–

لو اتفقوا على فعل بان عمل الكل فعلا و لا قول هناك فالمختار انه كفعل الرسول صلى الله عليه و اله واصحابه وسلم لان العصمة ثابتة لهم *

"সমস্ত ইমাম মোজতাহেদ যে কার্য্য করেন, আর এতৎসম্বন্ধে তাঁহাদের কোন কওল না থাকে, তবে মনোনীত মতে উহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্য্যের তুল্য (দলীল) হইবে, কেননা তাঁহারা অভ্রান্ত। হাশিয়া শেষ।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দাদী ও নানী ও নাৎনীর ব্যবস্থা স্পষ্টভাবে কোরআন ও হাদিসে নাই, ইমামগণ কেয়াছ করিয়া দাদী, নানী ও নাৎনী হারাম, বলিয়াছেন, সমস্ত ইমাম এই মতটিকে এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, এইহেতু ইহাকে এজমায়ি মছলা বলা হয়।

এইরূপ চারি মাজহাবের মধ্যে কোন এক মাজহাবের পয়রবি করা বর্তমান যুগের লোকের পক্ষে ওয়াজিব, এইরূপ বাঁধাবাঁধি ভাবে মাজহাবের পয়রবি করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িদিগের জামানাতে ছিল না, ইহা চতুর্থ শতাব্দীতে বিদ্বান্‌গণের এজমা কর্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ইমাম এছফেরাইনি বলিয়াছেন, এজমায়ি মছলাগুলির পরিমাণ ৫০ সহস্রের অধিক হইবে। এজমা শরিয়তের অকাট্য দলীল।

আর যে মছলাগুলি কোরআন, হাদিস ও এজমা কর্তৃক সপ্রমাণ না হয়, তৎসমস্ত ইমামগণের কেয়াছ দ্বারা সপ্রমাণ হইবে।

কোরআন শরীফে আছে;- لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا

"তোমরা সুদ খাইও না।"

হাদিসে আছে;-

اَلذهب بالذهب و الفقة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد و استزاد فقد ربى الخذ والمعطى فيه سواء رواه مسلم *

৩নং হাশিয়া ;- শরহে-মোছাল্লাম, ৪৯৪ পৃষ্ঠা;-

قال الاسر ائينى نحن نعلم ان مسائل الاجماع كثير من عشرين الف مسئلة *

এছফেরাইনি বলিয়াছেন, আমরা জানি, নিশ্চয় এজমায়ী মছলাগুলির সংখ্যা ২০ সহস্রের অধিক হইবে।

তফছির-আহমদী, ৩১৭ পৃষ্ঠা;-

والية ندل على حرمة مخالفة الاجماع *

তফছির বয়জবি, ২।১১৬ পৃষ্ঠা;-

والية ندل على حرمة مخالفة الاجماع *

উক্ত আয়াতে বুঝা যায় যে, এজমার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। হাশিয়া শেষ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ স্থলে স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, যব, খোরমা ও লবন ৬টি বস্তুর সুদ হারাম করিয়াছেন।

ধান, পাট, কলাই, তাম্র ইত্যাদির সুদ সম্বন্ধে হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুই বলেন নাই। ইমামগণ নজির ধরিয়া কেয়াছ করিয়া তৎসমুদয়ের সুদ হারাম বলিয়াছেন।

শরিয়তে হস্তী হারাম হইয়াছে ও মহিষ হালাল হইয়াছে, কিন্তু গণ্ডার সম্বন্ধে কোন কথা নাই, যদি উহাকে হস্তীর নজীর ধরা হয় তবে হারাম হইবে। আর মহিষের নজীর বলিয়া ধরিলে, হালাল হইবে।

শরিয়তে জাহাজ ও নৌকাতে ফরজ নামাজ পড়ার ব্যবস্থা আছে ও উটের উপর ফরজ নামাজ পড়া জায়েজ নহে। ট্রেনের ব্যবস্থা শরিয়তে নাই। যদি উহাকে জাহাজ ও নৌকার নজীর বলিয়া গণ্য করা হয়, তবে উহাতে ফরজ নামাজ পড়া জায়েজ হইবে। আর উটের নজীর বলিয়া ধরিলে উহাতে ফরজ নামাজ পড়া জায়েজ হইবে না।

এই কেয়াছি, মছলার পরিমাণ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

ইমাম নাবাবী "তহজিবোল-আছমা" অল্লোগাত কেতাবের (১।১৮৩ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন;-

الذى ذهب اليه اهل التحقيق ان منكرى القياس لايعدون من علماء الامة وحملة الشريعة لانهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواترا ولان معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد ولا نفى النصوص بعشر معشارها ـ وهؤلاء ملتحقون بالعوام *

"বিচক্ষণ বিদ্বান্‌গণের মত এই যে, নিশ্চয় কেয়াছ অমান্যকারিগণ উম্মতের আলেম ও শরিয়ত বাহক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না, কেননা যাহা অসংখ্য প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহারা তাহা অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহার উপর অসত্যারোপ করিয়াছে, আর শরিয়তের অধিক পরিমাণ এজতেহাদ হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে এবং স্পষ্ট কোরআন ও হাদিস শরিয়তের একদশমাংশের পক্ষে যথেষ্ট নহে।"

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এইরূপ এজমায়ি ও কেয়াছি মছলাগুলি যে কোন জামানাতে সংঘটিত হইতে পারে, সব মছলাগুলি যে ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িদিগের জামানাতে সংঘটিত হইবে, এমন কথা নহে।

রদ্দোল মোহতার, ১।৩৬১ পৃষ্ঠা–

التسليم بعد الاذان . حدث فى ربيع الاخرسنة سبعمائة واحدى وثمانين فى عشاء ليلة الاثنين ثم يوم الجمعة ثم بعد عشر سنين فى الكل الاالمغرب ثم فيها مرتين وهو بدعة حسنة *

"আজানের পরে ছালাম বলা। ৭৮১ হিজরীতে রবিউল আখের মাসে সোমবারের রাত্রে এশার নামাজে, তৎপরে জুমার দিবসে তৎপরে মাগরিব ব্যতীত প্রত্যেক নামাজে দশ বৎসর পরে তৎপরে মাগরিবে দুইবার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা বেদয়াতে-হাছানা।

এই দৃষ্টান্তে বুঝা যায় যে, একটি মছলা ৭৮১ হিজরীতে সৃষ্টি হইলেও উহা বেদয়াতে-হাছানা বলিয়া গণ্য হইয়াছে, কাজেই কোন কার্য্য ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়ি এই তিন জামানাতে না হইলেই যে উহা হারাম ও বেদয়াতে-ছাইয়েয়া হইবে, এইরূপ দাবি করা বাতিল।

এই দলের নেতা মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি ও মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ছাহেবের পীর মোর্শেদ মাওলানা হাজী শাহ এমদাদুল্লাহ সাহেব জিয়াউল কুলুব কেতাবে কাদেরিয়া ও চিস্তিয়া তরিকার নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এক জরবি, দুই জরবি, তিন জরবি, চারি জরবি, নফি ও এছবাতের নিয়মাদি লিখিয়াছেন, এই সমস্ত নিয়ম ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়ি এই তিন জামানাতে বিধিবদ্ধ হয় নাই বহুকাল পরে এই নিয়মের সৃষ্টি হইয়াছে, যদি নেক তিন জামানাতে কোন কার্য্য না হইলে, উহা হারাম ও বেদায়াতে ছাইয়েয়া হয়, তবে মাওলানা তাজুল ইছলামের নিকট এই সমস্তের দলীল চাওয়ার অধিকার আমার থাকিল।

এই কেতাবখানার নাম মোকাদ্দমায় এবনে ছালাহ, ইহাতে হাদিস ছহিহ, হাছান জইফ, মরফু, মওকুফ, মকতু, মোত্তাছেল মোনকাতা, মো'জাল মোয়াল্লাল, মোয়ানয়ান, মোদরাজ, মোছনাদ শাজ্জ মোদাল্লাছ, মোজতারাব, মওজু, মকলুব, মশহুর, গরিব, আজিজ ইত্যাদি বিবিধ প্রকার হাদিসের ব্যাখ্যা লিখিত আছে, এই সমস্ত অনুযায়ী সকলেই আমল করিয়া থাকেন, এই সমস্ত নিয়ম কানুন ত্যাগ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করিলে, হাদিসের উপর আমল করা অসম্ভব হয় এই নিয়ম কানুনগুলি বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, যদি এই মাওলানা সাহেব বলেন, ছাহাবা তাবেয়ি ও তাবাতাবেয়ি এই তিন জামানাতে কোন কার্য্য না হইলে, উহা হারাম কিম্বা বেদায়েত ছাইয়েয়া হইবে, তবে তিনি উল্লিখিত বিষয়গুলির দলীল পেশ করিতে বাধ্য।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব ফাতাওয়ায় এমদাদীয়ার ১।৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;

اختلاف مؤخر اجماع مقدمين قادح نهين *

পূর্বকালে যে এজমা হইয়া গিয়াছে, পরবর্তী জামানাতে মতভেদ হইলে, সেই এজমার ক্ষতিকর হইতে পারে না। তাঁহার ২০ মিনিট সময় শেষ হওয়ায় তিনি বসিয়া পড়িলেন। তৎপরে মাওলানা তাজুল ইছলাম সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, মাওলানা সাহেব যে বক্তৃতা দিলেন, উহাতে আমাদের মতানৈক্য নাই, প্রতিবাদ করার কিছুই নাই, তবে তিনি এই বক্তৃতাতে কেয়ামের দলীল কিছু প্রকাশ করেন নাই। মূল মিলাদ শরীফ কাহারও মতভেদ নাই, কেবল কেয়াম লইয়া মতভেদ হইয়াছে। আমি এখন বলি, মাওলানা সাহেব সসম্মানে যে মাওলানা রশিদ আহ্মদ গাঙ্গুহি ছাহেবের নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তাঁহার ফাতাওয়ায় দেখুন বারাহিনে-কাতেয়াতে তাঁহার যে ফৎওয়া মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা শুনুন;–

"মিলাদ শরিফ আলোচনাকালে কেয়াম করা (দণ্ডায়মান হওয়া) প্রথম তিন জামানাতে কোন স্থানে সপ্রমাণ হয় নাই। জনাব ফখ্রে-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব চরিত্র রীতি-নীতি ও অবস্থাগুলির আলোচনা সেই জামানাগুলিতে ওয়াজ, শিক্ষা দেওয়া, হাদিস বর্ণনা উপলক্ষে বহু সহস্রবার হইত, কিন্তু কোন রেওয়াএতে সপ্রমাণ হয় নাই যে, তাঁহার পয়দাএশের আলোচনা কালে কেহ কখন দাঁড়াইয়াছে কিম্বা ফখ্রে-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন স্থলে উহা মোস্তাহাবও আদব হওয়ার কথা এরশাদ ফরমাইয়াছেন। আর এই কথা যে, জনাব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কেহ দাঁড়াইয়াছে ইহা আলোচনার বহির্ভূত, এই কেয়ামকে সেই কেয়ামের উপর কেয়াছ করা নিতান্ত অজ্ঞতা। আলোচ্য বিষয় এই যে, যেরূপ এই জামানার নির্বোধ লোকদিগের রীতি হইয়াছে, হজরতের পয়দাএশের আলোচনা কালে কেয়াম সপ্রমাণ হয়, ইহা কখনও হইতে পারে না। প্রথম উহা যে হজরতের জামানাতে সপ্রমাণ হয় নাই, ইহা উহার বেদলীল বেদয়াত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট দলীল। আর যখন ইহার উপর এত বাড়াবাড়ি যে আম জাহেল লোকেরা উহাকে ওয়াজেব জানিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং কেয়াম

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ত্যাগকারীর উপর তিরস্কার করিতে থাকে, তখন উহা খাঁমাখাঁ মোনকার (মন্দ) ও বেদয়াতে ছাইয়েয়া হইবে। একেত উহা নূতন কার্য্য (বেদয়াত), যদি সাধারণ লোকেরা কোন প্রমাণিত জায়েজ কার্য্যকে ওয়াজেব বুঝিতে থাকে, তবে তাহাও নাজায়েজ মন্দ কার্য্য হইয়া যায়। আবদুল্লাহ ইবনে মছউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর উক্তি– "তোমাদের কেহ যেন নিজের নামাজে শয়তানের জন্য কোন অংশ স্থাপনা না করে, ধারণা করে যে, তাহার উপর ওয়াজেব হইয়াছে যে, (নামাজ ফারাগত করিয়া) নিজের ডাহিন দিক্ ব্যতীত অন্য দিক্ দিয়া চলিয়া না যায়। নিশ্চয়ই আমি অনেক সময় রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি যে, তিনি নিজের বাম দিক্ হইতে উঠিয়া যাইতেন," ছহিহ বোখারি ও মোছলেম।

মোল্লা আলিকারী মেশকাতের টীকাতে এই হাদিসের ব্যাখ্যাতে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মোস্তাহাব কার্য্যের উপর হটকারিতা প্রকাশ করে এবং উহা ওয়াজেব স্থির করে এবং রোখছতের উপর আমল না করে, নিশ্চয় শয়তান তাহাকে গোমরাহ করিতে সুযোগ লাভ করিয়াছে। আর যে ব্যক্তি নিজের বেদয়াত ও মন্দ কার্য্যের উপর হটকারিতা প্রকাশ করে, তাহার কি অবস্থা হইবে?

ফাতাওয়ায়-আলমগিরিতে আছে নামাজের পরে যে ছেজদা করা হয়, উহা মকরূহ, কেননা নির্বোধেরা উহা ছুন্নত ও ওয়াজেব ধারণা করিয়া থাকে। আর যে মোবাহ কার্য্য এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করে, উহা মকরূহ হইয়া যায়। যখন প্রথমত ইহা সাব্যস্ত হইল যে,এই কেয়ামের প্রমাণ কওলী, ফেয়েলী ও তকরিরী হাদিস ও ছুন্নতে-ছাহাবা হইতে সাব্যস্ত হইতে পারে না, তখন এই কার্য্য বেদয়াত (নূতন সৃজিত) দ্বিতীয় ধরিয়া লই যে, উহা কিছু হইবে, তবে ওয়াজেব ছুন্নত মোস্তাহাব কিছু হইতে পারে কেননা قطعى الثبوت ظنى الدلالة আয়তে-কোরআন ও হাদিস হইতে সাব্যস্ত হইয়া থাকে, আর কেয়াম সম্বন্ধে এইরূপ কোন আয়াত ও হাদিস ছহিহ, জইফ কিছুই নাই। ছুন্নত উক্ত হুকুমকে বলা হয় যে, যাহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায় রাশেদিন সর্বদা করিয়াছেন বলিয়া সপ্রমাণ হয়। আর কেয়াম সম্বন্ধে যখন কিছুই সাব্যস্ত হয় নাই এবং উহা একবার করাও সপ্রমাণ হয় নাই তখন ছুন্নত, মোস্তাহাব মন্দুর কিছুই হইতে পারে না।

আর যদি বেদায়াতিদিগের এইরূপ বাতীল ধারণা হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ এইরূপ গোনাহ বেদায়াত ও ফাছাদ ও ফাছেকদিগের মজলিশে তশরিফ আনেন ইহাতে যদি তাহাদের ধারণা হয় যে, হজরত গায়েব

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জানিয়া থাকেন, তবে এই আকিদা শেরেক। কোরআনের দুইটি আয়াতে হজরতের গায়েব না-জানা প্রমাণিত হইয়াছে এই আকিদার সহিত কেয়াম করা শেরেক।

আর এইরূপ আকিদা না হইলে কেয়াম করা গোনাহ কবিরা হইবে।

মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব ফাতাওয়ায় রশিদিয়ার ১ম খণ্ডের ১৪৪।১৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

কাজি শেহাবদ্দিন দওলতাবাদী 'তোহফাতোন কোজাত' কেতাবে লিখিয়াছেন।

"নির্বোধেরা প্রত্যেক বৎসরের প্রারম্ভে রবিউল আউয়াল চাঁদে যাহা করিয়া থাকে, ইহা কিছুই নহে ليس بشئ আর তাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়দাএশের আলোচনা কালে কেয়াম করিয়া থাকেন এবং ধারণা করিয়া থাকেন যে, তাহার রূহ উপস্থিত হইয়া থাকে, এই ধারণা বাতীল বরং এইরূপ আকিদা শেরেক।

ছিরাতে শামী লেখক বলিয়াছেন, অনেক প্রেমিক লোকের অভ্যাস হইয়াছে যে, যখন তাঁহারা হজরতের পয়দাএশের আলোচনা শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার তা'জিমের জন্য কেয়াম করিয়া থাকেন, এই কেয়াম বেদয়াত, ইহার কোন আছল' নাই।

এইরূপ মাওলানা ফাজলুল্লাহ জৌনপুরী 'বাহজাতোল ওশ্যাক' কেতাবে ও কাজী নছিরদ্দি গুজরাতি 'তরিকাতোছ ছলফ' কেতাবে কেয়ামের অসারতার কথা লিখিয়াছেন।"

তৎপরে তিনি বসিয়া পড়িলেন।

তৎপরে আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব বলিলেন, এই কেতাবখানার নাম ছিরাতে হালাবী, ইহার ১ম খণ্ডের ৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;

جرت عادة كثيرة من الناس اذا سمعوا بذكر وضعه صلى الله عليه وسلم ان يقوموا تعظيما له صلى الله عليه وسلم وهذا القيام بدعة لااصل لهالى نكن هى بدعة حسنة لانه ليس كل بدعة بدعة مذمعمة وقال سيدنا عمر رضى الله عنه فى اجتماع الناس لصلاة التر اويح نعمت البدعة وقد قال العزابن عبد السلام ان البدعة تعتريها الاحكم الخمسة ولاينا

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فی ذلك قوله صلی الله علیه وسلم ایاکم ومحدثات الامور مان کل بدءة ضلالة وقوله صلی الله علیه وسلم من احدث فی امرنا ای شرعنا ما لیس منه فهورد لان هذا علم ارید به خاص فقد قال امامنا الشافعی قدس الله سره ما حدث وخالف کتابا او سنة او اجماعا او اثوا فهو البدعة الضلالة وما احدث می الخیر و لم بخالف شیا من ذلك فهو البدعة المحمودة وقد وجد القیام عند ذکر اسمه صلی الله علیه وسلم من عالم الامة ومقتدی الائمة دینا و ورعا الامام تقی الدین السبکی وتابعه علی ذلك مشائخ الاسلام فی عصره نقد حکی بعضهم ان الامام السبکی اجتمع عنده جمع کثیر من علماء عصره فانشد منشد قول الصرصری فی محمد صلی الله علیه وسلم *

قلیل لمدح المصطفی الخط بالذهب
علی ورق من خط احسن من کتب
و ان تنهض الاشراف عند سماعه
قیاما صفرنا او جیثا علی الرکب

৪নং হাশিয়া, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব 'ফাতাওয়ায় এমদাদিয়া'র চতুর্থ খণ্ডের ৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:- "হজরতের পয়দাএশের আলোচনা করা কালে কেয়াম করিয়া থাকে, কতকের আকিদা এই যে, জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সময় তশরিফ আনিয়া থাকেন, যদি এলম ও কোদরাতে জাতির আকিদা রাখে, তবে একেবারে শেরেক, নচেৎ আল্লাহ ও রাসূলের উপর অসত্যারোপ করা হইবে। ৪নং হাশিয়া শেষ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فعند ذلك قام الامام السبکی رحمة الله وجمیع من فی المجلس فحصل انس کبیر بذلك المجلس ویکفی مثل ذلك فی الاقتدإ وقد قال ابن حجر الهیثمی و الحاصل ان البدعة الحسنة متفق علی ندبها وعمل المولد واجتماع الناس له کذلك الی بدعة حسنة *

"অনেক লোকের রীতি হইয়াছে যে, যে সময় তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়দাএশের আলোচনা শ্রবণ করেন, তখন তাহারা তাঁহার তা'জিমের জন্য কেয়াম করিয়া থাকেন। এই কেয়াম বেদয়াত (নূতন সৃজিত), উহার কোন মূল নাই। (প্রথম তিন জামানাতে উহার দৃষ্টান্ত বা অস্তিত্ব নাই) কিন্তু উহা বেদয়াতে হাছানা (উৎকৃষ্ট বেদয়াত) কেননা প্রত্যেক বেদয়াত নিন্দিত নহে। নিশ্চয় আমাদের সৈয়দ ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তারাবিহ নামাজের জন্য সমবেত হওয়া সম্বন্ধে বলিয়াছেন, নিশ্চয় বেদয়াতের ৫ প্রকার হুকুম হইয়া থাকে। নিম্নোক্ত হাদিস দুইটি উক্ত কথার বিপরীত হইবে না, (১) হাদিস- তোমরা নূতন কার্য্যগুলিতে বিরত থাক, কেননা প্রত্যেক বেদয়াত গোমরাহী। (২) হাদিস- যে ব্যক্তি আমার শরিয়তে এইরূপ নুতন কার্য্যের সৃষ্টি করিল যাহা উহার অন্তর্গত নহে, উহা তাহার উপর রদ করা হইবে। কেননা এই হাদিসটি ব্যাপক হইলেও উহার বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণীয় হইয়াছে। নিশ্চয় আমাদের ইমাম শাফেয়ি রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন, যাহা নুতন সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহা কোরআন, হাদিস, এজমা ও ছাহাবাগণের রীতির বিপরীত হয়, উহা গোমরাহি মূলক বেদয়াত। আর যে উৎকৃষ্ট কার্য্য নুতন সৃষ্টি হইয়াছে এবং উল্লিখিত বিষয়ের বিপরীত না হয়, উহা প্রশংসনীয় বেদয়াত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম আলোচনা কালে একজন উম্মতের আলেম, দীন ও পরহেজগারিতে ইমামগণের অগ্রণী-ইমাম তকিউদ্দিন ছুবকি হইতে কেয়াম সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহার জামানাতে ইছলামের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ তাঁহার এই কার্য্যে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। সত্যই তাঁহাদের কেহ বর্ণনা করিয়াছেন, নিশ্চয় ইমাম ছুবকির নিকট তাঁহার জামানার বিরাট দল আলেম সমবেত হইয়া ছিলেন, একজন কবিতা পাঠক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা উপলক্ষে ছারছরির কবিতাটি পড়িয়াছিলেন-

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب

على ورق من خط احسن من كتب

و ان تنهض الاشراف عند سماعه

قياما صفوفا جثيا على الركب

সেই সময় ইমাম ছুবকি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও মজলিশের সকলেই কেয়াম করিয়াছিলেন। এইরূপ কার্য্য অনুসরণ করার পক্ষে যথেষ্ট।

এবনে-হাজার হায়ছমি বলিয়াছেন, মূলকথা এই যে, বেদয়াত হাছানার মোস্তাহাব হওয়া এক বাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে। মওলুদশরিফ পাঠ এবং উহার জন্য লোকদিগের সমবেত হওয়া ঐরূপ বেদয়াতে-হাছানা।" যে ইমাম ছুবকির দ্বারা প্রথমে কেয়ামের সৃষ্টি হয়, তিনি কিরূপ লোক ছিলেন, তাহা শুনুন:-

তাবাকাতে-কোবরা-শাফেয়িয়া, ৬।১৪৬ পৃষ্ঠা:-

الشيخ الامام الفقيه المحدث المفسر المقرئى الفقيه الاصولى المتكم الفخوى الاعوى الاديب الحكيم المتطقى الجدلى الخلافى التطار شيخ الاسلام قاضى القضاة تقى الدين ابو الحسن شيخ الملمين فى زماته والداعى الى الله فى سره واعلاته استاذ الاستاذين و اوحد المجتهدين كان من الورع والدين وسلوك سبيل الاقدمين على سنن ويقين انشاء الله مع المتقين *

শেখ ইমাম ফকিহ মোহাদ্দেছ, হাফেজ মোফাচ্ছের ক্বারী উছুল তত্ত্ববিদ, আকায়েদ তত্তবিদ, অভিধান তত্তবিদ, আরবী সাহিত্যিক, হাকিম, মন্তেকি, জেদালি, খেলাফি তর্কবাগীশ শায়খোল ইসলাম কাজিওল কোজ্জাত, তকিউদ্দিন আবুল হাছান, তাঁহার জামানাতে তিনি শায়খোল মোসলেমিন, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে আল্লাহ তায়ালার পথের হাদী, শিক্ষকগণের শিক্ষক, মোজতাহেদগণের মধ্যে অদ্বিতীয়, পরহেজগারী ও দীনে এবং ছুন্নত ও ঈমান সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের পদাঙ্কানুসরণে ইনশায়াল্লাহ পরহেজগারদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

আরও উক্ত কেতাব, ৬।১৬৯ পৃষ্ঠা:-

انه كان امام الدنيا فى كل علم على الاطلاق *

"নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক এলমে সর্বতোভাবে দুনিয়ার ইমাম ছিলেন।"

উহার ৬।১৪৯।২১৬ পৃষ্ঠা:-

৬৮৩ হিজরীতে তাঁহার জন্ম ও ৭৫৬ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

উল্লিখিত প্রমাণে প্রমাণিত হইল যে, সর্বজন মানিত একজন মোজতাহেদ ইমাম প্রথমে কেয়াম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জামানার শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ এই কার্য্যে তাঁহার তাবেদারি করিয়াছিলেন, ইহাতে ইমাম মোজতাহেদগণের কেয়াম করার উপর এজমা স্থাপিত হইয়া গেল। এই এজমা শরিয়তের প্রামাণ্য দলীল, কাজেই ইহা হারাম, নাজায়েজ ও বেদয়াতে-ছাইয়েয়া হইতে পারে না।

আল্লামা শেখ এছমাইল হাক্কি আফেন্দি হানাফিদিগের মানিত তফছিরে রুহুল-বায়ানের ৪র্থ খণ্ডের ৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:-

و من تعظيمه عمل المولد اذا لم يكن فيه منكر قال الامام السيوطى قدس سره يستحب لنا اظهار الشكر لمولده عليه السلام انتهى وقد اجتمع عند الامام تقى الدين السبكى رحمة الله جمع كثير من علماء عصره فانشد منشد قول الصرصرى رحمه الله فى محمد عليه السلام ۔ قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب الخ ۔ فعند ذلك قام الامام السبكي وجميع من بالمجلس فحصل انس عظيم بذلك المجلس ويكفى ذلك فى الاقتداء وقد قال ابن حجر الهيثمى ان البدعة الحسنة متفق على ندبها *

মিলাদ পাঠ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা'জিমের অন্তর্গত- যদি উহাতে কোন দূষিত কার্য্য না থাকে। ইমাম ছিউতি বলিয়াছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিলাদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের জন্য মোস্তাহাব। ইমাম তকিউদ্দিন ছুবকির নিকট এক বিরাট দল আলেম সমবেত

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হইয়াছিলেন, সেই সময় একজন কবিতা পাঠকারী ছারছারি রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর কবিতা পাঠ করিলেন– قليل لمدح المصطفى الخ *

"সেই সময় ইমাম ছুবকি ও সভার সমস্ত লোক কেয়াম করিয়াছিলেন, সেই সভাতে মহাপ্রেমের ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল। আমল করার জন্য ইহা যথেষ্ট (দলীল) হইবে। ইবনে হাজার হায়ছমি বলিয়াছেন, বেদয়াতে-হাছানার মোস্তাহাব হওয়া সর্বজন মানিত বিষয়।

মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি, মাওলানা খলিল আহমদ সাহেব ও মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেবের পীর মোর্শেদ মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব রেছালায় 'ফায়ছালায় হাফ্‌ত মাছয়ালা'র ৩–৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

৫নং হাশিয়া, আল্লামা সৈয়দ দেহলান 'ছিরাতে-দেহলানে'র ১।৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :

جرت العادة ان الناس اذا سمعوا ذكر وضعه صلى الله عليه وسلم يقومون تعظيما له صلعم و هذا القيام مستحسن لما فيه من تعظيم النبى صلعم وفدفعل ذلك كثير من علماء الامة الذين يقتدى بهم *

এই নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে যে, নিশ্চয় লোকেরা যে সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়দাএশের আলোচনা শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার তাজিমের জন্য কেয়াম করিয়া থাকেন, এই কেয়াম মোস্তাহাব, যেহেতু ইহাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা'জিম করা হয়। এই উম্মতের বহু আলেম উহা করিয়াছেন যাহাদের তাবেদারি করা হইয়া থাকে।"

দুনিয়ার ছোট বড় আলেম উম্মি সমস্তই পুরুষ পরম্পরায় যে কার্য্য করিয়া থাকেন, উহা–মোস্তাহাব হইবে, ইহার এক নাম توارث তাওয়ারোছ, আর এক নাম تعامل الناس এইরূপ কার্য্য মকরূহ হইতে পারে না।

নুরোল-আনওয়ার, ৬ পৃষ্ঠা–

وتعامل الناس ملحق بالاجماع *

"লোকদিগের 'তায়া'মোল' এজমার অন্তর্ভুক্ত"।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইহাতে কাহারও আপত্তি নাই যে, হজরত ফখ্‌রে-আদম হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল পয়দাএশের আলোচনা দুনিয়া ও আখেরাতের খয়ের ও বরকতের কারণ হইয়া থাকে, কেবল কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম, বিশিষ্ট রীতি ও খাস পদ্ধতি লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা হইয়াছে, যে সমস্তের মধ্যে কেয়াম বড় বিষয়।

হেদায়া, ৩।৬৩।৬৪ পৃষ্ঠা–

وفى الاستحسان يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب ولاتعامل جوزنا الاستصناع *

আরও ১০২ পৃষ্ঠা–

وان استصنع شيأ من ذلك بغير اجل جاز استحسانا للاجماع الثابت بالتعامل *

মাওলানা থানভী, এমদাদোল-ফাতাওয়ার ২।৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

تعامل کی وجه سے که بلا نکیر شائع هے جو ایك نوعکا اجماع هے *

আরও ৩।১৯ পৃষ্ঠা–

تعامل بهی مثل اجماع کسی عصر کے ساتهه خاص نهین البته جو اجماع کارکن هے وهی اس مین بهی هونا ضرور هے یعنی اس وقت کے علماء اس پر نکیرنه رکهتے هون *

ইহাতে বুঝা যায় যে, যে কার্য্যটি সকলেই করিয়া থাকে এবং সেই সময় আলেমগণ উহার প্রতি এনকার না করেন, উহা এজমা স্বরূপ হইবে। ৬।৭ শতাব্দী হইতে সকলেই কেয়াম করিয়া আসিতেছেন, সেই সময়ের কোন দায়িত্বসম্পন্ন আলেম উহার উপর এনকার করেন নাই, কাজেই উহা জায়েজ হইবে।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কতক আলেম এই কার্য্যগুলি নিষেধ করিয়া থাকেন, কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক বেদয়াত গোমরাহি। অধিকাংশ আলেম জিকিরের ফজিলতের দলীলগুলি ব্যাপক হওয়ার জন্য অনুমতি দিয়া থাকেন। ন্যায়বিচারের কথা এই যে, দীনের বিপরীত বিষয়কে দীনের মধ্যে দাখিল করাকে বেদয়াত বলা হয়, যেরূপ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদিসে গবেষণা করিলে, প্রকাশিত হইয়া পড়ে–

দোর্রোল মোখতার, ১।৬৭ পৃষ্ঠা–

ولاباس به عقب العيد لان المسلمين توارثوه فوجب اتباعهم *

"ঈদের পরে তকবির তশরিক পড়াতে দোষ নাই, কেননা মুসলমানগণ উহা পুরুষ পরম্পরায় করিয়া আসিতেছেন, (ইহাকে তাওয়ারোছ বলা হয়), কাজেই তাহাদের তাবেদারি করা ওয়াজেব (কিম্বা জায়েজ)।"

শামী, ১।৩৬২ পৃষ্ঠা–

ففيه دليل على انه غير مكروه لان المتوارث لايكون مكرو ها *

ইহাতে বুঝা যায় যে, জুমার প্রথম আজান দলবদ্ধ অবস্থায় দেওয়া মকরূহ নহে, কেননা যাহা পুরুষ পরম্পরায় বিনা এনকারে চলিয়া আসিতেছে। উহা মকরূহ হইতে পারে না। আরও উহাতে আছে–

وكذلك نقول فى الاذان بين يدى الخطيب فيكون بدعة حسنة اذ ما رأه المؤمنون حسنا فهوحسن *

এইরূপ খতিবের সম্মুখে দলবদ্ধ অবস্থাতে আজান দেওয়ার অবস্থা হইবে, কেননা উহা বেদয়াতে হাছানা হইবে। যাহা ঈমানদারগণ ভাল ধারণা করেন, উহা ভাল হইবে।

আরও শামী, ১।৩৮৬ পৃষ্ঠা–

وقد استفاض ظهور العمل به فى كثير من الاعصار فى عامة الامصار فلاحرم انه (الى) حسن *

"অধিকাংশ শহরে অনেক জামানা হইতে জবানী নিয়ত করার উপর আমল প্রসিদ্ধ হইয়াছে, কাজেই উহা উৎকৃষ্ট।"

কেয়াম সমস্ত শহরে বিনা এনকারে বহু জামানা হইতে চলিয়া আসিতেছে, কাজেই উহা মোস্তাহাব হইবে ৫নং হাশিয়া শেষ।

www.AmarIslam.com

হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার শরিয়তে এরূপ বিষয় নূতন সৃষ্টি করিল যাহা উহার অন্তর্গত নহে, উহা বাতীল।

যদি কেহ এই বিশিষ্ট বিষয়গুলিকে এবাদতে মকছুদা না জানে, বরং মূলে মোবাহ জানে, কিন্তু উহার হেতুগুলিকে এবাদত জানে, হেতুঘটিত ছুরতকে কল্যাণজনক বিষয় (مصلحت) জানে, তবে বেদয়াত হইবে না, যেরূপ কেয়ামকে মূল এবাদত বলিয়া বিশ্বাস করে না; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনার তা'জিম করা প্রত্যেক সময় মোস্তাহাব জানে, কিন্তু কোন মছলেহাতের কারণে খাস হজরতের পয়দাএশের সময়কে নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে, আর যেরূপ পয়দাএশের আলোচনা প্রত্যেক সময় মোস্তাহাব জানে কিন্তু সর্বদা করা সহজ হওয়ার মছলেহাতের জন্য বা অন্য কোন মছলেহাতগুলির বিস্তারিত বিবরণ বহু বিস্তৃত, প্রত্যেক স্থানে পৃথক পৃথক মছলেহাত হইয়া থাকে। মিলাদের কেতাবগুলিতে কতক মছলেহাতের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যদি কেহ বিস্তারিত ভাবে সেই মছলেহাত (সুযোগ-সুবিধা) গুলির অবস্থা অবগত না থাকে, তবে প্রাচীন সুযোগ সুবিধা নির্ণয় কারিদিগের অনুসরণ (এক্তেদা) করা হইবে, তাহার নিকট ইহাই যথেষ্ট মছলেহাত। এইরূপ অবস্থাতে কোন বিষয় নির্দিষ্ট ও খাস করিয়া লওয়া দোষণীয় নহে।

শোগল ও মোরাকাবার বিশিষ্ট নিয়মগুলি, মাদ্রাসা ও খানকাহগুলির খাস নিয়ম কানুনগুলি এই পর্যায়ভুক্ত। যদি এই খাস নিয়মগুলি নামাজ রোজার তুল্য এবাদতে মকছুদা জানে, তবে নিশ্চয় এই কার্যগুলি বেদয়াত হইবে। যথা– বিশ্বাস করে যে, যদি নির্দিষ্ট তারিখে মিলাদ পড়া না হয়, কিম্বা কেয়াম করা না হয়, অথবা সুগন্ধি দ্রব্য বা মিষ্টান্ন সামগ্রীর ব্যবস্থা না হয়, তবে সওয়াব হইবে না, বিনা সন্দেহে এইরূপ আকিদা দুষিত, ইহাতে শরীয়তের সীমাগুলি অতিক্রম করা হইবে, যেরূপ মোবাহ কার্যকে হারাম ও গোমরাহি ধারণা দোষণীয়, মূল কথা দুই অবস্থাতে সীমা অতিক্রম করা হইবে। আর যদি এই কার্যগুলিকে জরুরি অর্থাৎ শরয়ি ওয়াজেব না জানে, বরং এই অর্থে জরুরি জানে যে, কতক বরকত উহার উপর নির্ভর করে, যেরূপ কতক কার্য্যের বিশিষ্ট নিয়ম থাকে যে, উহার পয়রবি না করিলে, খাস আছর পাওয়া যায় না, কতক আমল দাঁড়াইয়া পড়িতে হয়; যদি বসিয়া পড়ে, তবে সেই খাস আছর হয় না, এই হিসাবে যদি বসিয়া পড়ে, তবে সেই খাস আছর হয় না, এই হিসাবে যদি কেয়ামকে জরুরি জানে, ইহার দলীল আমল নির্দেশকারিদের পরীক্ষা, কাশফ ও এলহাম হইবে। এইরূপ মিলাদের কোন কার্য্য বিশিষ্ট নিয়মে করা কোন

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বরকত ও আছরের কারণ হয়, যাহা পরীক্ষা, কাশফ ও এলহাম হইবে। এইরূপ মিলাদের কোন কার্য্য বিশিষ্ট নিয়মে করা কোন বরকত ও আছরের কারণ হয়, যাহা পরীক্ষা দ্বারা কিম্বা পীর বোজর্গের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া বুঝিতে পারে, এই হিসাবে কেয়ামকে জরুরি জানে যে, এই খাস আছর কেয়াম ব্যতীত লাভ হয় না, এক্ষেত্রে ইহাকে বেদয়াত বলার কোন হেতু নাই। আকিদা একটি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, ইহার অবস্থা বিনা জিজ্ঞাসাতে নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায় না, কেবল আনুমানিক চিহ্ন দ্বারা কাহারও উপর কুধারণা পোষণ করা ভাল নহে, যথা কতক লোক কেয়াম ত্যাগ কারিদিগের উপর তিরস্কার করিয়া থাকে, যদিও এই তিরস্কার অন্যায়, কেননা কেয়াম শরীয়ত অনুসারে ওয়াজেব নহে, কাজেই তিরস্কার কিসের জন্য? বরং এই তিরস্কারে হঠকারিতার সন্দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে-যাহার সম্বন্ধে ফকিহগণ বলিয়াছেন, হঠকারিতাতে মোস্তাহাব কার্য্য গোনাহ হইয়া পড়ে, কিন্তু প্রত্যেক তিরস্কারে এইরূপ অনুমান করা যে, এই ব্যক্তি কেয়াম ওয়াজেব ধারণা করিয়া থাকে, জায়েজ হইবে না, কেননা তিরস্কার করার বহু কারণ আছে, কখন ওয়াজেব হওয়ার বিশ্বাসে ইহা করিয়া থাকে, কখন কোন দুনিয়াবি কিম্বা দীনি রীতি-নীতির বিরুদ্ধাচরণের জন্য উহা করিয়া থাকে। কখন এইহেতু তিরস্কার করা হয় যে, উক্ত কার্য্য তিরস্কারকারীর ধারণাতে (উক্ত ধারণা ঠিক হউক, আর বাতিল হউক) একটি বেদয়াতি সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লক্ষণ হইয়া থাকে, এই কার্য্যে সে ব্যক্তি স্থির ধারণা করিয়া লইয়াছে যে, এই ব্যক্তিও ঐ দলের অন্তর্গত, এইহেতু তিরস্কার করিয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন মজলিশে একজন বোজর্গ আগমন করেন এবং সকল লোক তা'জিমের জন্য দাঁড়াইয়া যান, কেবল এক ব্যক্তি বসিয়া থাকে, এক্ষেত্রে কেহ তাহাকে এইহেতু তিরস্কার করে না যে, তুমি শরয়ি ওয়াজেব ত্যাগ করিয়াছ, বরং এইহেতু তিরস্কার করিয়া থাকে যে, তুমি মজলিশের রীতির খেলাফ করিয়াছ। আরও হিন্দুস্তানে সাধারণভাবে রীতি আছে যে, তারাবিহ নামাজে কোরআন মজিদ খতম করা কালে মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়া থাকে, যদি কেহ মিষ্টান্ন বিতরণ না করে, তবে তিরস্কার করা হইয়া থাকে, কিন্তু কেবল এইহেতু যে, সে একটি সুনিয়ম ত্যাগ করিয়াছে। আরও بحق 'বেহাকে' বলা কোন জামানাতে মো'তাজেলা নামক (ভ্রান্ত) সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট চিহ্ন ছিল, কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বেহাক্কে বলিতে শুনিয়া এই ধারণায় তিরস্কার করিয়া থাকে যে, এই ব্যক্তি ঐ দলভুক্ত এবং ইহা দ্বারা তাহার অন্যান্য আকিদা থাকা বুঝিয়া বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। প্রত্যেক অবস্থাতে তিরস্কার করাকে ওয়াজেব হওয়ার আকিদা থাকা বুঝিয়া

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। প্রত্যেক অবস্থাতে তিরস্কার করাকে ওয়াজেব হওয়ার আকিদা থাকার দাবী করা কঠিন। যদি ধরিয়া লই যে, কোন আম লোকের এইরূপ আকিদা হয় যে, কেয়াম করা ফরজ ও ওয়াজেব, তবে কেবল তাহার পক্ষে বেদয়াত হইবে। যাহাদের এইরূপ আকিদা না থাকে, তাহাদের পক্ষে মোবাহ ও মোস্তাহাব থাকিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কতক কঠিন পন্থা অবলম্বি (কা'বা হইতে বিদায়কালে) পৃষ্ঠ ফিরিয়া চলা জরুরি বুঝিয়া থাকেন, এক্ষেত্রে কি ইহা সকলের পক্ষে বেদয়াত হইবে। কতক বিদ্বান্ কেবল নিরক্ষরদিগের কতক বাড়াবাড়ি দেখিয়া, যথা- জাল রেওয়াএত পড়া সঙ্গীত করা ইত্যাদি যেরূপ জাহেলদিগের মজলিশে সংঘটিত হইয়া থাকে, ব্যাপকভাবে সমস্ত মিলাদের উপর একই প্রকার ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহা ন্যায় বিচারের বিপরীত, কতক ওয়াজকারী জাল রেওয়াএত বর্ণনা করিয়া থাকে, কিম্বা তাহাদের ওয়াজের মধ্যে পুরুষ লোক ও স্ত্রীলোকদিগের মিলনে কোন ফাসাদ হইয়া থাকে, ইহাতে কি ওয়াজের সমস্ত মজলিশ নিষিদ্ধ হইয়া যাইবে?

এই পর্য্যন্ত বলা হইলে, তাঁহার সময় শেষ হইয়া যাওয়ায় তিনি বসিয়া পড়িলেন।

তৎপরে মাওলানা তাজুল ইছলাম সাহেব দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব অজুদ অবস্থাতে কেয়াম করিয়াছিলেন, ইহা আমরা জায়েজ রাখি। আরও তাজদ্দিন ছুবকি শাফেয়ি মাজহাবের আলেম, ইনি হানাফী হইয়া অহাবিদিগের সহিত বয়কট করিতে ফৎওয়া দেন, এখন তিনি কেন শাফেয়ি মাজহাবের আলেমের মত মান্য করিতেছেন। আরও ফেকাহের কেতাব হইতে বাহির করিয়া দেখাইতে হইবে, নচেৎ উহা মান্য করা যাইবে না।

তৎপরে তিনি বলিলেন, হাদীয়ে-বাঙ্গলা জৌনপুরের মাওলানা কারামত আলি সাহেব জাখিরায়-কারামত তৃতীয় ভাগ, ১০ পৃষ্ঠায় (কওলোল হক কেতাবে) লিখিয়াছেন-

"পয়দাএশের আলোচনা কালে কেয়াম করার বৃত্তান্ত এই যে, মৌলবী এলাহদাদ সাহেব কেয়াম সম্বন্ধে জাহেলদিগের কথা ও কার্যের বর্ণনা কালে কেয়াম করিয়াছেন যে, তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়দাএশ বর্ণনা কালে কেয়াম করিয়া থাকে এবং বলিয়া থাকে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুহ উপস্থিত হইয়া থাকে। তিনি লিখিয়াছেন, ইহাদের দাবী বাতীল, বরং এইরূপ আকিদা শেরেক।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শেষে মাওলানা জৌরপুরী সাহেব লিখিয়াছেন যে, যদি কেহ অজদ ও আত্ম-বিস্মৃতি অবস্থায় কেয়াম করে, তবে সে ক্ষমার পাত্র। আর ঐ অবস্থা না হইলে, কেয়াম করা কি, সত্য অন্বেষণের উদ্দেশ্যে উপযুক্তভাবে আলোচনা করা জরুরি।

মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী সাহেব মজমুয়া ফাতাওয়ায় ২য় ভাগের ৩৯৯-৪০১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-

ফৎওয়া তলব, অনেক আম ও খাস লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়দাএশ আলোচনা কালে কেয়াম করিয়া থাকে, এই কেয়াম করাকে তাঁহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাজিম ধারণা করিয়া থাকে, শরিয়তের বিশ্বাস যোগ্য দলীলসমূহে এই কেয়ামের কোন প্রমাণ আছে কি না? যদি থাকে, তবে অধিকাংশ আলেম বলিয়াছেন, এই কেয়াম বেদয়াত, ইহার কোন 'আছল' اصل নাই, যেরূপ ছিরাতে শামিয়া, ছিরাতে হালাবিয়া ইত্যাদিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, আর কেহ উহার প্রতিবাদ করেন নাই, ইহা কিরূপ? দ্বিতীয় সূত্রে উক্ত কেয়াম মোবাহ, কিম্বা বেদয়াতে হাছানা, অথবা বেদয়াতে-ছাইয়েয়া? আর কতক লোকে যে ধারণা করিয়া থাকে যে, হজরতের পয়দাএশের আলোচনা করা কালে তাঁহার পাক রুহ উপস্থিত হইয়া থাকে, এই ধারনা ছহিহ কিম্বা বাতীল।

আর কতক লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের তাবেদার এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা'জিম করা অন্যান্য ফরজের তুল্য ফরজে-আইন জানিয়া থাকে, আর এই হিসাবে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জীবদ্দশাতে সাহাবায়ে কেরামকে এইরূপ দাঁড়াইতে নিষেধ করিতেন এবং সাহাবাগণ কখনও দাঁড়াইতেন না, যেরূপ হাদিস সমূহে উল্লিখিত হইয়াছে। আর এই কেয়াম বেদয়াত, ইহার কোন 'আছল' নাই, এই এই উল্লিখিত কওল অনুসারে তাহারা কেয়াম করিতে থাকেন। অধিকাংশ লোক এই কেয়াম ত্যাগ করা হেতু তাহাদিগকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান ত্যাগকারী বলিয়া তাহাদের নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন, এইরূপ নিন্দাবাদে তাহারা সত্যপরায়ণ কিম্বা ভ্রমকারী?

জওয়াব। হজরতের পয়দাএশের আলোচনা কালে যে কেয়াম করা হয়, ইহার কোন শরিয়ত সঙ্গত বিশ্বাস যোগ্য দলীল নাই। আর ইহাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেয়ামে তা'জিমি বলা বাতীল, কেননা এই কেয়ামের অবস্থা তিন প্রকার হইতে পারে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম পাকের তা'জিমের জন্য কেয়াম করা হয়।

(২) পয়দাএশের অবস্থার তা'জিমের জন্য ও সেই সময়ের ঘটনাবলীর চিন্তা করিয়া কেয়াম করা হয়।

(৩) হজরতের রুহানি ও শারিরীক জাতের কিম্বা তাঁহার রুহানি ছুরাতের তা'জিমের জন্য কেয়াম করা হয়।

প্রথম অবস্থা বাতিল, কেননা নাম পাকের তা'জিম কেয়াম কিম্বা মস্তক নত করিয়া করা কোন স্থানে প্রমাণিত হয় নাই, বরং বেদয়াত উহার তা'জিম এই যে, নাম নেওয়ার বা শুনিবার সময় দরুদ পড়িতে হয়। আর যদি নাম উচ্চারণ করার তা'জিম কেয়াম দ্বারা করিতে হয়, তাহা হইলে, মিলাদের সমস্ত বর্ণনা দাঁড়াইয়া করিতে হইবে। আর মিলাদ ব্যতীত অন্য সময়ে তাঁহার নাম উচ্চারিত হইলে, কেয়াম করা জরুরি হইবে, কিন্তু ইহা কাহারও মত নহে।

দ্বিতীয় অবস্থাও বাতীল, কেননা পয়দাএশের অবস্থা চিন্তা করতঃ কেয়াম করার দলীল নাই। তৃতীয় অবস্থা এই কথার উপর নির্ভর করে যে, পয়দাএশের বর্ণনা কালে রুহানী ভাবে আগমন করেন। ইহা শরিয়তে সপ্রমাণ হয় নাই। আর যদি স্বীকার করিয়া লই যে, হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় আগমন করেন, কিম্বা মিলাদ শুরু করা কালে আগমন করেন ইহাই প্রকাশ্য কথা, এক্ষেত্রে মিলাদের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কেয়াম করা জরুরি হইবে। ইহা কাহারও মত নহে। ইহা ব্যতীত হাদিছের কেতাবগুলি হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশাতে সাহাবাগণকে দাঁড়াইতে নিষেধ করিতেন এবং সাহাবাগণ তাঁহার জন্য কেয়াম করিতেন না, কাজেই যে কার্য্য হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জীবদ্দশাতে পছন্দ করিতেন না, বরং সাহাবাগণকে উহা করিতে নিষেধ করিতেন, তাঁহার ইন্তেকালের পরে তাঁহার আগমন কালে কিরূপে উহা জায়েজ হইবে।

যদি পয়দাএশ বর্ণনাকালে কেয়াম করা শরীয়ত সঙ্গত কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবে উহা মোস্তাহাব হইবে। ওয়াজেব ফরজ নহে। আলেমগণ এই ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন যে, মোস্তাহাব কার্য্যের উপর ফরজ ওয়াজেবের তুল্য হঠকারিতা প্রকাশ করিলেও উহা ত্যাগকারীর উপর তিরস্কার করিলে, মাকরুহ হইয়া থাকে, যেরূপ মোল্লা আলিকারি মেশকাতের টীকাতে লিখিয়াছেন। ইহা বলিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তৎপরে আল্লামা রুহুল আমিন সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ও মাওলানা খলিল আহমদ সাহেবের পীর হাজী মাওলানা এমদাদুল্লাহ সাহেব 'ফায়সালায়-হাফত-মছলা'র ৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

"মিলাদের মজলিশে হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন করার আকিদাকে কোফর শেরেক বলা সীমা অতিক্রম করা। (অন্যায় কথা।) কেননা ইহা জ্ঞান ও রেওয়াএতের হিসাবে সম্ভব, বরং কতকস্থলে ইহা সংঘটিত হইয়াছে। এখন এই সন্দেহ বাকি থাকিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরূপে আগমন করিবেন? এই সন্দেহ নিতান্ত দুর্বল তাঁহার এলম ও রুহানিএতের বিস্তৃতি যাহা নকলি ও কাশফি দলীলগুলি হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে, উহার নিকট ইহা একটি তুচ্ছ কথা। ইহা ব্যতীত আল্লাহতায়ালার শক্তিতে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ইহাও সম্ভব যে, হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের স্থানে থাকেন এবং মধ্যবর্তী পর্দা দূরীভূত হইয়া যায়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যেক অবস্থাটি সম্ভব ব্যাপার, আর ইহাতে হজরতের এল্‌মে-গায়েব জানার প্রতি বিশ্বাস করা প্রতিপন্ন হয় না– যাহা আল্লাহতায়ালার খাস ছিফাত, কেননা এল্‌মে-গায়েব উহা যাহা জাতে আল্লাহার সহিত সংশ্লিষ্ট, আর আল্লাহতায়ালার অবগত করার জন্য যে এল্‌মে-গায়েব লাভ হয়, উহা গায়েবে-জাতি নহে, বরং গায়েবে-এজাফি, ইহা সৃষ্টির সম্বন্ধে সম্ভব, বরং সংঘটিত হইয়া থাকে। আর সম্ভব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসকরা শেরক ও কোফর কিরূপে হইবে? অবশ্য প্রত্যেক সম্ভব বিষয়ের সংঘটিত হওয়া জরুরি নহে, এইরূপ বিশ্বাস করিতে গেলে দলীলের আবশ্যক হয়, যদি কোন ব্যক্তি প্রমাণ প্রাপ্ত হয়, যথা নিজের কাশফ হইয়া জরুরি নহে, এইরূপ বিশ্বাস করিতে গেলে দলীলের আবশ্যক হয়, যদি কোন ব্যক্তি প্রমাণ প্রাপ্ত হয়, যথা নিজের কাশফ হইয়া যায়, কিম্বা কোন কাশ্‌ফ সম্পন্ন ব্যক্তি সংবাদ প্রদান করেন, তবে এইরূপ বিশ্বাস করা জায়েজ হইবে। নচেৎ প্রমাণ শূন্য একটি ভ্রান্তমূলক ধারণা, এইরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা হইতে রুজু করা জরুরি কিন্তু শেরেক ও কোফর কোন প্রকারে হইতে পারে না। এই মছলার সংক্ষিপ্ত সত্যোদ্‌ঘাটন ইহা যাহা উল্লিখিত হইল। আমার নিয়ম এই যে, আমি মিলাদের মজলিশে শরিক হইয়া থাকি, বরং বরকতের উপলক্ষ্য ধারণা করিয়া প্রত্যেক বৎসর এইরূপ মজলিশ করিয়া থাকি এবং কেয়ামে আনন্দ ও উল্লাস প্রাপ্ত হইয়া থাকি।"

মাওলানা থানভী ও গাঙ্গুহী সাহেবদ্বয় যে দাবী করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের পীর মোর্শেদের কথায় বাতীল হইয়া গেল। যদি কোন নির্বোধ হজরতের প্রত্যেক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মিলাদের মজলিশে উপস্থিত হওয়ার ধারণা করিয়া বসে, তবে ইহা ভ্রমাত্মক ধারণা হইলেও শেরেক কোফর হইতে পারে না। ইহা হজরত মাওলানা হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব দলীল সহ সপ্রমাণ করিয়াছেন, মাওলানা দাবি করিয়াছেন, হাজী এমদাদুল্লাহ সাহেব 'অজ্‌দ' অবস্থাতে কেয়াম করিতেন, ইহার বাতীল দাবি, তিনি ত সর্বপ্রকার কেয়াম মোস্তাহাব হওয়া সপ্রমাণ করিতেছেন।

প্রতিপক্ষ মাওলানা সাহেব যে মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী সাহেবের ফাতাওয়ার ২য় খণ্ডের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

ليكن علماى حرمين شريفين زاد هما الله شرفا قيام
ميفر مايند وامام برزنجى رح در رسالہ مولد مى نويسند و
قد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف ائمة ذو رواية *

"কিন্তু মক্কা মদিনার আলেমগণ কেয়াম করিয়া থাকেন। ইমাম বারজাঞ্জি রহমতুল্লাহি আলাইহি মিলাদের কেতাবে লিখিতেছেন, হজরতের পয়দাএশের আলোচনা করাকালে মোহাদ্দেছ ইমামগণ কেয়ামকে মোস্তাহাব বলিয়াছেন।

আর তিনি যে তকিউদ্দিন ছুবকিকে শাফেয়ি বলিয়া তাঁহার মত গ্রহণ করা হানাফীদিগের পক্ষে অসঙ্গত বলিয়া দাবি করিয়াছেন, উহার জওয়াব এই যে, প্রথমে তিনি উহা সৃষ্টি করেন, পরে দুনিয়ার সমস্ত মাজহাবের ইমাম ও আলেমগণ উহা আমল করিয়া আসিতেছেন, কাজেই ইহা কেবল শাফেয়ি মজহাবের মত হইল কিরূপে?

দাদী ও নানীর সহিত নেকাহ করা হারাম হওয়ার প্রতি চারি মাজহাবের ইমামগণের এজমা হইয়াছে, এক্ষেত্রে কি বলিতে হইবে যে হানাফীগণ অন্য মাজহাবের প্রতি আমল করিতেছেন?

মাওলানা ছালামাতুল্লাহ সাহেব এশবায়োল-কালাম' কেতাবের ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

اما القيام اذا جاء ذكر ولادته صلعم عند قرآة المولد
الشريف توارثه الائمة الاعلام واقره الائمة والحكلم من غير
نكير منكر و لارد راد و لهذا كان مستحسنا *

خادم الشريعة المنهاج

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

عبد الله بن المرحوم عبد الرحمن السراج المفسر المحدث بمسجد الحرام *

"মিলাদ শরীফ পাঠকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়দাএশের আলোচনা হইলে, যে কেয়াম করা হয়, বড় বড় ইমাম পুরুষ পরম্পরায় উহা করিয়া আসিয়াছেন, ইমামগণ ও হাকেমগণ বিনা এনকারকারীর এনকারেও প্রতিবাদে উহার উপর স্থির ছিলেন, কাজেই উহা মোস্তাহাব হইবে। –আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ছেরাজ ইতি মক্কা শরীফের হানাফী মুফ্‌তি, মোহাদ্দেছ ও মোফাচ্ছের। আরও উহার ৬০ পৃষ্ঠা–

قد اجتمعت الامة المحمدية من اهل السنة والجماعة على استحسان القيام المذكور *

"ছুন্নত অল-জামায়াত ভুক্ত উম্মতে মোহাম্মদী উল্লিখিত কেয়ামের মোস্তাহাব হওয়ার প্রতি এজমা করিয়াছেন।"

মাওলানা ওছমান এবনে হাছান দিমাইয়াতি। মৌলুদে বারজাঞ্জির, ২৯ পৃষ্ঠা–

قد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف ائمة ذو رواية و روية *

ইহার হাশিয়াতে ইহার ব্যাখ্যাতে লিখিত আছে–

শরীয়তের ও দীনের আলেমগণ, সত্য পথপ্রাপ্ত মোহাদ্দেছ ফকিহগণ প্রাচীন ও পরবর্তী মোজতাহেদগণ বলিয়াছেন যে, নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাস পয়দাএশের আলোচনা কালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা'জিমের জন্য কেয়াম করা মোস্তাহাছান ও মোস্তাহাব। ইহার উপর মক্কা ও মদিনার সমস্ত আলেমেরা একমত হইয়াছে, কেবল অহাবী সম্প্রদায় ইহাতে বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া থাকে, তাহাদের ব্যতীত দীনের বিচক্ষণ বড় বড় আলেমগণ বিনা আপত্তিতে সর্বদা কেয়াম করিয়া আসিতেছেন, কেহই উহার উপর এনকার করেন নাই। প্রত্যেক ঈমানদারকে ইহার পয়রবি করা লাজেম। বিশেষতঃ ইমাম জালালউদ্দিন ছিউতি আল্লামা-ছাখাবি মোহাদ্দেছ ইবনে জওজি, ইমাম জা'ফর বরজাঞ্জি, মাওলানা আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবি, মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ, মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ প্রভৃতি সাহেবগণ কেয়ামকে মোস্তাহাব জানিতেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাওলানা ছালামতউল্লাহ সাহেব এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ সহ 'এশবায়োল ছালাম' নামক একখানা কেতাব লিখিয়াছেন।"

তিনি মাওলানা কারামত আলী সাহেবের কথা উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি জখিরায়ে কারামতের ৩য় ভাগে মোলাখ্যাছ কেতাবের ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ইমাম তকিউদ্দিন ছুবকি হানাফী মাজহাবের মোজতাহেদ ছিলেন, ইহাতে মাওলানা তাজুল ইছলাম সাহেব যে তাঁহাকে শাফেয়ি বলিয়া গলাবাজি করিতেছেন, তাহা খণ্ডন হইয়া গেল।

উক্ত জৌনপুরী মাওলানা সাহেব লিখিয়াছেন, কেয়ামের মোস্তাহাব হওয়া সমস্ত দেশের ও বড় বড় শহরের মুছলমানদিগের বড় জামায়াত কর্তৃক স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। আরও ইমাম তকিউদ্দিন ছুবকির আমল হইতে প্রমাণিত হইয়াছে, ইহা রুহুল বায়ান ও ছিরাতে শামীতে আছে। আরও ওছমান এবনে হাছান দেমইয়াতি ও আবদুল্লাহ এবনে আবদুর রহমান ছেরাজ এই দুই মুফতি ফৎওয়া হইতে, মুছলমান শহরগুলির তাওয়ারোছ হইতে, বিশেষতঃ মক্কা ও মদিনার তাওয়ারোছ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। তাওয়ারোছ বিশ্বাসযোগ্য বিষয়, উহার উপর আমল করা ওয়াজেব। কেতাব এনছানোল ওউন ও ছিরাতে শামী হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। মিলাদ ও কেয়াম উভয়ের মূল হাদিছ হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে।"

শ্রোতাবৃন্দ। ৬ষ্ঠ সপ্তম শতাব্দী হইতে ইমাম মোজতাহেদগণ কেয়ামকে মোস্তাহাব বলিয়া করিয়া আসিতেছেন আর এখন ১৩৫৭ হিজরী, মাওলানা থানভী বর্তমান যুগের লোক মাওলানা গাঙ্গুহী প্রভৃতি ৩০/৩৫ বৎসর গত হইয়াছেন, বর্তমান যুগের লোকের কথায় প্রাচীন ইমামগণের এজমায়ি মছলা রত হইতে পারে না।

প্রাচীন যুগের ইমামগণ দাদী নানী হারাম হওয়ার প্রতি এজমা করিয়াছেন, এখন যদি কেহ বলে, উহা কোরআন হাদিছে নাই, তবে উহা কি হালাল বলিতে হইবে? চারি মাজহাবের মধ্যে এক মাজহাবের প্রতি আমল করা প্রাচীন যুগের ইমামগণের এজমাতে হারাম হইয়াছে, এখন যদি কোন মাজহাববিদ্বেষী বলেন যে, উহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও প্রথম তিন জামানাতে ছিল না। তাহার কথাতে কি মাজহাব ত্যাগ করিতে হইবে?

তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক কথা ফেকাহের কেতাব হইতে বাহির করিতে হইবে, ইহা বাতীল দাবী।

তাঁহার মানিত মাওলানা কেরামত আলি সাহেব জখিরায় কারামাতের ২।২৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–"বায়য়াতে তওবা ইনকারকারী দল বলিয়া থাকে যে, তরিকতের

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পীরের নিকট বায়য়াত করা ফেক্‌হের কেতাব হইতে বাহির করিয়া দাও, তাহা হইলে আমরা সত্য জানিব। ইহার প্রথম জওয়াব এই যে, ইহা জরুরী নহে যে, যাহা ফেকাহের কেতাবে থাকিবে, উহা মানিতে হইবে আর যাহা উহাতে না থাকে, উহা মানিতে হইবে না, কেননা আকায়েদের বর্ণনা এলমে কালামে আছে। এক্ষণে যদি এলমে-কালামের কথা মানা না হয়, তবে আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, কেতাব সকল, রছুলগণ কেয়ামত ও তকদীরের উপর কিরূপে ঈমান আনা হইবে। যদি এই সমস্তের উপর ঈমান আনা না হয়, তবে ইছলাম হইতে খারিজ হইতে হইবে। আরও চারি ছাহাবার খেলাফতের উপর কিরূপে বিশ্বাস করিবে? ইহার বর্ণনা এলমে-কালামে আছে, ফেকাহের কেতাবে নাই। যদি ইহা না মানে, তবে রাফিজি হইয়া যাইবে। কোরআনের তফছির ফেকাহের কেতাবে নাই, কাজেই ইহা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। হজরতের মো'জেজা ও মেরাজের বর্ণনা ফেকহের কেতাবে নাই, উহা তারিখের কেতাবে আছে, যদি এই সমস্ত না মানে, তবে কিরূপে ঈমান নিরাপদে থাকিবে? এইরূপ তরিকতের পীরগণের হস্তে বায়য়াত করার বর্ণনা ছলুকের কেতাবে আছে, ইহা না মানিলে পীর হীন অবস্থাতে থাকিবে।

আমাদের মাজহাবের নীতি এই যে, রছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনের যত কেতাব আছে সমস্তের উপর আমল করিব।

আল্লামা হুজুর বক্তৃতা শেষ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, শ্রোতামণ্ডলী কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে বিমোহিত হইয়া মধ্যে মধ্যে জয়ধ্বনী করিতেছিলেন, প্রতিপক্ষ মাওলানা ও তাহার দলের মুখে কালিমার ছায়া ঘনীভূত হইতেছিল, মাওলানা তাজুল ইছলাম ছাহেবের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল, এবং বারম্বার পানি আন পানি আন করিয়া শব্দ করিতে ছিলেন। ইন্সপেক্টর সাহেব বলিলেন, মাত্র ১৫ মিনিট সময় আছে, ইহার পরে সভা ভঙ্গ করিতে হইবে।

আল্লামা রুহুল আমিন চাহেব বলিলেন, যেহেতু তাঁহারা প্রথমে বক্তৃতা শুরু না করিয়া অন্যায় করিয়াছেন, কাজেই আমাকে শেষ ৭ মিনিট সময় বক্তৃতা দিতে আপনার নিকট অনুরোধ করি। আমাদের পক্ষে কয়েকজন গণ্যমান্য লোক ইন্সপেক্টর সাহেবকে এই অনুরোধ জানাইলেন, কিন্তু তিনি কেবল তাহাদিগকে বক্তৃতা দিতে অনুমতি দিবেন, আর আমাদের আল্লামা হুজুরকে শেষে কিছু বলিতে দিবেন না, স্থির সঙ্কল্প করিলেন।

তখন আল্লামা হুজুর বলিলেন, যদি আমাকে কিছু বলিতে না দেন, তবে আমি আমার লোকজন সহ চলিয়া যাইব। আল্লামা হুজুর যখন সভা ভঙ্গের হুকুম দিয়া বলিলেন, আমাদের দল আমাদের সঙ্গে চলুন, তখন আল্লাহু আকবার রবে আকাশ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাতাস মুখরিত করিয়া দশ হাজারের মধ্যে ২।৩ শত ব্যতীত সকলেই চলিয়া গেলেন। প্রতিপক্ষগণ বহু মিনতি করিয়া সামান্য কতিপয় লোক ব্যতীত কাহাকেও রাখিতে পারিলেন না। অবশেষে গণ্ডগোলের মধ্যে পুলিশি কর্তৃপক্ষ সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে বাহাছ ও সমাপ্ত হইল।

এক্ষণে কেয়াস মান্যকারিদের উপকারার্থে পরিশিষ্টরূপে কতকগুলি কথা লিখিতেছি–

প্রথম মাওলানা রশিদ আহমদ সাহেব লিখিয়াছেন, হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ও ছাহাবা, তাবেয়িন ও তাবে-তাবেয়িন এই তিন জামানাতে মিলাদের কেয়াম হয় নাই, কাজেই উহা বেদয়াতে-ছাইয়েয়া, এক্ষণে আমরা তাঁহার দলকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি, তাহারা এই কার্য্যগুলি তিন জামানা হইতে প্রকাশ করিয়া পুরষ্কার লাভ করিবেন।

(১) তছবিব, শামী, ১।৩৬১ পৃঃ।

فى العناية احدث المتاخرون التشويب بين الاذان و الاقامة على حسبما تعارفوه فى جميع الصلوة سوى المغرب وما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن *

"এনায়াতে আছে, শেষ জামানার আলেমগণ মাগরেব ব্যতীত সমস্ত নামাজে তাহাদের প্রচারিত নিয়ম অনুসারে আজান ও একামতের মধ্যে 'তছবিব' নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন।"

(২) খোৎবার মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনের আলোচনা করা, শামী, ১।৭৫৯ পৃষ্ঠা– انه محدث উহা নূতন সৃষ্টি হইয়াছে। আলমগিরি, ১।১৫৬ পৃষ্ঠা, مستحسن بذلك جرى التوارث "ইহা 'মোস্তাহাব, উহার উপর তাওয়ারোছ' হইয়াছে।"

(৩) নামাজের জবানি নিয়ত–

শামী, ১।৩৮৬ পৃষ্ঠা–

والتلفظ بها مستحب بل قيل بدعة لم ينقل عن المصطفى و لاالصحابه و لاالتابلعين - فى الفتح عن بعض

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

الحفاظ لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح ولاضعيف و لاعن احد من الصحابة والتابعين و لا عن الائمة الاربعة قال فى الحلية انه بدعة حسنة و قد استفاض ظهور العمل به فى كثير من الاعصارفى عامة الامصار *

"নামাজের জবানি নিয়ত মোস্তাহাব, বরং কেহ উহা বেদয়াত বলিয়াছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবা ও তাবেয়িগণ হইতে উহা উল্লিখিত হয় নাই। ফতহুল-কদীরে কোন হাফেজে-হাদিস হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ছহিহ কিম্বা জইফ সনদে, কোন ছাহাবা, তাবেয়ি ও চারি ইমাম হইতে উহা প্রমাণিত হয় নাই। হুলইয়াতে আছে, উহা বেদয়াতে হাছানা। অধিকাংশ শহরে বহু জামা'না হইতে ইহার উপর আমল করা প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

(৪) কোরআন শরিফের নোক্‌তা, তাশদীদ, রওম, এশমাম পাঁচ আয়াত ও দশ আয়াতের চিহ্ন।

তফছির এতকান, ২।২৭১ পৃষ্ঠা

قال يحيى بن ابى كثير ما كانوا يعرفون شيا مما احدث فى المصاحف الا النقط الثلاث على رؤس اللى *

"এহইয়া ইবনে আবি কছির বলিয়াছেন, প্রাচীন লোকেরা আয়াতগুলির প্রথমে তিনটি নোক্‌তা ব্যতীত কোরআন শরিফে যে চিহ্ন নূতন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার কিছুই জানিতেন না।"

قال الحليمى تكره كتابة الاعشارو الاخماس واسماء السور و عدد الايات فيه *

"হোলায়মী বলিয়াছেন, দশ আয়াতের চিহ্ন, পাঁচ আয়াতের চিহ্ন ছুরাগুলির নাম সকল আয়াতগুলির সংখ্যা কোরআনে লেখা মকরুহ হইবে।"

قال البيهقى ولا يخلط به ما ليس منه كعدد الايات والسجدات والمشرات والوقوف واختلاف القرآت و معانى الايات *

"বয়হকি বলিয়াছেন কোরআন শরিফে যাহা নাই, উহা উহাতে যোগ করবে না, যথা আয়াতগুলির সংখ্যা, ছেজদাগুলি, দশ আয়াতের চিহ্নগুলি, অক্‌ফ বিভিন্ন কেরাত ও আয়াতগুলির অর্থ।

كان الشكل الصدر الاول نقطا فالفتحة نقطة على اول الحرف والضمة على اخره والكسر تحت اوله وعليه مشى الدانى والذى اشتهر الان الضبط بالحركات الماخوذة من الحروف وهو الذى اخرجه الخليل وهو اكثر و اوضح و عليه العمل *

প্রথম জামানাতে শেকল নোকতা ছিল অক্ষরের প্রথম ভাগে একটি নোকতা জবর ছিল, উহার শেষ ভাগে একটি নোকতা, পেশ ছিল এবং উহার প্রথম ভাগের নীচে একটি নোকতা জের ছিল, দানি এই মতের উপর চলিয়াছেন। বর্তমানে যে হরকত লেখা প্রসিদ্ধ হইয়াছে, খলিল প্রথমেই উহা আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহা সমধিক প্রকাশ্য মত, ইহার উপর আমল চলিতেছে।"

(৫) হাজি মাওলানা এমদাদুল্লাহ সাহেবের জিয়াওল কোলুব লিখিত কাদেরিয়া চিস্তিয়া তরিকার নিয়মগুলি।

(৬) হাদিছের ছহিহ জইফ নির্বাচনের নিয়ম কানুনগুলি দ্বিতীয় ছিরাতে শামিয়া ও হালাবী লেখকেরা কেয়াম বেদয়াত বলিয়াছেন, বেদয়াত শব্দের অর্থ নূতন কার্য্য। এই বেদয়াত পাঁচ প্রকার–

আল্লামা ইবনে হাজার হায়ছমি 'ফতহুল মুবিন' এর ১৯৭ পৃষ্ঠায় মোল্লা আলি কারি 'মেশকাতের টীকা'র ১।১৭৮।১৭৯ পৃষ্ঠায় ইমাম নাববী 'ছহিহ মোছলেমের টীকা'র ১।২৮৫ পৃষ্ঠায়, কেতাবোল আছমা আল্লোগাতের ১।২২ পৃষ্ঠায় ও আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী, রদ্দোল-মোহতাবের ১।৫২৩।৫২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

বেদয়াত পাঁচ প্রকার, প্রথম ওয়াজেব ফেকায়া, দ্বিতীয়-হারাম, তৃতীয়-মোস্তাহাব, চতুর্থ-মকরুহ ও পঞ্চম মোবাহ। নাহু, ছরফ, মায়ানি, বায়ান, লোগাত, আছমায়োর-রেজাল, ফেকাহ, অছুলে ফেকাহ শিক্ষা করা ওয়াজেব বেদয়াত। এইরূপ কদরিয়া, জবরিয়া, মরজিয়া ও মোজাচ্ছেমা সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ করা ওয়াজেব বেদয়াত। ছুন্নত-অল-জামায়াতের বিপরীত বেদয়াতি সম্প্রদায়ের মতগুলি হারাম বেদয়াত।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইলম সংক্রান্ত কেতাবগুলি রচনা করা, মাদ্রাসা ও পান্থশালা নির্মাণ করা, তাছাওয়াফের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলির আলোচনা, তর্ক বাহাছের নিয়ম শিক্ষা ও সভা সমিতি আহ্বান করা মোস্তাহাব বেদয়াত।

মসজিদগুলির নকশা ও কোরআন শরিফ নকশা করা মকরূহ বেদয়াত, ইহা শাফেয়ি মাজহাবের মত, আমাদের হানাফী মাজহাবে উহা মোবাহ বেদয়াত।

সুস্বাদু খাদ্য, পানীয় ও পোষাক পরিচ্ছদ বেশী পরিমাণ ব্যবহার করা মোবাহ বেদয়াত।

ইমাম নাবাবী লিখিয়াছেন–

كل بدعة ضلالة هذا علم مخصوص والمراد غالب البدع فاذا عرف ما ذكرته علم ان الحديث من العام المخصوص وكذا ما اشبهه من الاحايث الواردة ويؤيده ما قلنا قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى التراويح نعمت البدعة ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله كل بدعة موكدا بكل بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى تدمر كل شئ *

"প্রত্যেক বেদয়াত গোমরাহি, ইহা ব্যাপকভাবে কথিত হইলেও, ইহার অর্থ অধিকাংশ বেদয়াত। আমি যাহা বর্ণনা করিয়াছি যখন ইহা অবগত হওয়া গেল, তখন ইহাও জানা গেল যে, এই হাদিস এবং ইহার তুল্য হাদিসগুলি ব্যাপকভাবে কথিত হইলেও উহার অর্থ কতক বেদয়াত। হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু তারাবিহ সম্বন্ধে বলিয়া ছিলেন, ইহা উৎকৃষ্ট বেদয়াত, এই কথা আমার মতের সমর্থন করে। হাদিসে প্রত্যেক শব্দ থাকিলে, উহার অর্থ কতক হইবে, যেরূপ কোরআনে আছে تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ এস্থলে প্রত্যেক বস্তু ধ্বংস করিবে অর্থ না হইয়া "কতক বস্তু ধ্বংস করিবে" হইবে।

আল্লামা ইবনে হাজার লিখিয়াছেন–

ان قوله ومحدثات الامور علم اريد به خاص اذ سنة الخلفاء الرشدين منها مع انا امرنا باثيناعها ـ واعلم ان الكلام اما علم اريد به خاص نحو اوتينا من كل شئ او خاص اريد به علم نحو فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما اى لاتؤذ هما بشئ من انواع الايذاء *

নূতন কার্য্যগুলি হইতে পরহেজ কর, ইহা ব্যাপকভাবে কথিক হইলেও উহার অর্থ কতক নূতন কার্য্য, কেননা সত্য পথপ্রাপ্ত খলিফাগণের ছুন্নতগুলিও নূতন কার্য্য, অথচ আমরা উহার তাবেদারি করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। তুমি জানিয়া রাখ যে কথা কখনও ব্যাপকভাবে কথিত হইলেও উহার অর্থ কতক হইয়া থাকে, যেরূপ কোরআনের আয়াত أُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ "আমরা প্রত্যেক বস্তু প্রদত্ত হইয়াছি অর্থাৎ কতক বস্তু।" কখন বিশিষ্ট শব্দের অর্থ ব্যাপক হইয়া থাকে, যেরূপ কোরআনের আয়াত– فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا তুমি উভয়কে 'ওহ্' বলিও না, এবং উভয়কে তিরস্কার করিও না। অর্থাৎ উভয়কে কোন প্রকার কষ্ট দিও না।

তৃতীয় ছিরাতে শামিয়া ও হালাবিয়াতে আছে, لا اصل لها কেয়ামের কোন আছল নাই, ইহার অর্থ, মাওলানা ছালামাতুল্লাহ সাহেব এশবায়োল-কালামের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

معنى لا اصل لها لا نظير لها اى فى القرون الثلثة باشد ودر بعضى ار اطلاقات علماء لااصل لها بمعنى لاوجودلها نيز واقع است *

"প্রথম তিন জামানাতে উহার নজির কিম্বা অস্তিত্ব ছিল না।" ইহাতে উহার নাজায়েজ হওয়া প্রমাণিত হয় না।

ছিরাতে হালাবী ও দেহলানে উহা বেদয়াতে-হাছানা হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে।

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী মোয়াত্তার টীকা 'মোছাওয়া' কেতাবের ২।২২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

قال النووى رح اعلم ان المصافحة مستحبة عند كل لقاء و اماما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلوة الصبح

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

والعصر فلا اصل له فى الشرع على هذا الوجه ولكن لاباس به وهكذا ينبغى ان يقال فى المصافحة يوم العيد *

“নাববী বলিয়াছেন, তুমি জানিয়া রাখ, প্রত্যেক সাক্ষাৎকালে মোছাফাহা মোস্তাহাব, আর লোকেরা ফজর ও আছরের পরে যে মোছাফাহা করার অভ্যাস করিয়া লইয়াছে, এই ধরনে শরিয়তে ইহার কোন ‘আছল’ নাই কিন্তু ইহাতে কোন দোষ নাই। ঈদের দিবস মোছাফাহা সম্বন্ধে এইরূপ বলা উচিত।”

এইরূপ ইমাম নাববী আজকারে নাববীর ১১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

মাজমেয়োল বেহারের খাতেমা, ৫১২ পৃষ্ঠা–

سئل نفع الله بما صورته جرت عادة الناس انهم اذا اعطوا طيبا رياحين او غيرها او شموه ان يصلوا على النبى صلعم او يستغفروا الله فهل لذلك اصل وما حكمه فاجاب بقوله واما الصلوة على النبى صلعم عند ذلك وتحوه فلا اصل لها وما ذلك فلا كراهية فى ذلك عندنا *

ছওয়াল–লোকদিগের অভ্যাস হইয়াছে যে, নিশ্চয় যখন তাহারা ‘রায়হান’ ইত্যাদি পুষ্প প্রদত্ত হইয়া থাকেন কিম্বা উহাদের ঘ্রাণ লইয়া থাকেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পড়িয়া থাকেন, কিম্বা আল্লাহতায়ালার নিকট ক্ষমা চাহিয়া থাকেন, ইহার কোন ‘আছল’ আছে কিনা? আর ইহার হুকুম কি?

জওয়াব– এইরূপ কোন সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পড়ার কোন আছল নাই, ইহা সত্ত্বেও আমাদের নিকট উহা মকরুহ হইবে না।”

মাওলানা মোহাম্মদ ইছহাক দেহলবি সাহেব মাছায়েলে আরবাইন কেতাবের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

وقت رخصت شدن برات مردمان برادری نوشه را بطریق سلامی چیزے میدعند وهمچین عروس را وقت رسیدن وی

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بخانه نوشه چیزے بطرز رونملی میدهند این رسوم جائز است یا نه؟

جواب * در شریعت محمدی اصل این چیزها یافته نمی شود مگر ظاهر حال این قسم چیزها که دادن سلامی و رونمائی مباح باشد *

“বরযাত্রিদিগের বিদায় গ্রহণকালে আত্মীয়-স্বজনেরা ছালামি ভাবে নওশাকে কিছু দিয়া থাকেন, এইরূপ বধূকে বরের বাড়ীতে উপস্থিত হওয়াকালে মুখ দেখা উপলক্ষে কিছু দিয়া থাকেন, এই রীতিনীতি জায়েজ হইবে কি না? জওয়াব, শরিয়তে মোহাম্মদীতে এইরূপ বিষয়গুলি ‘আছল’ পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রকাশ্য অবস্থা এই যে, ছালামি দেওয়া মুখ দেখাই দেওয়া এইরূপ বিষয়গুলি জায়েজ হইবে।

মাওলানা আশরাফ আলি থানবী বেহেশতী-জেওয়ারের ৬।৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

یہ جو ستورھے کہ اگرقران مجید کسی کے هاتهه سے گرپرے توأس کے برابر اناج تول کر دیتے هین یہ کوئی شرع کا حکم نهین هے یہ واقع مین اچهی مصلحت هے *

“এইরূপ নিয়ম আছে যে, যদি কোরআন মজিদ কাহারও হাত হইতে পড়িয়া যায়, তবে উহার তুল্য আনাজ (গম, যব চাউল ইত্যাদি) ওজন করিয়া দান করিয়া থাকেন, ইহা শরিয়তের কোন হুকুম নহে, প্রকৃতপক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।”

তফছিরে-এৎকান, ২।১৭২ পৃষ্ঠা–

قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام فى القواعد القيام للمصحف بدعة لم تعهد فى الصدر الاول والصواب ما قاله النبوى فى التبيان من استحباب ذلك لما فيه من التعظيم *

“শেখ এজ্জদ্দিন এবনে আবদুছ ছালাম “কাওয়ায়েদ” কেতাবে বলিয়াছেন, কোরআন শরিফের জন্য দাঁড়ান বেদয়াত, প্রথম জামানাতে ইহা নিয়মিত হয় নাই,

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সত্য মত, উহার মোস্তাহাব হওয়া–যাহা নাবাবী 'তিবইয়ান' কেতাবে বলিয়াছেন, কেননা উহাতে কোরআন শরিফের তা'জিম হয়।"

চতুর্থ– মাওলানা তাজুল ইছলাম সাহেব মাওলানা গাঙ্গুহি ছাহেবের ফতওয়াতে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মছউদ ছাহাবার হাদিছের ব্যাখ্যা উপলক্ষে মোল্লা আলি কারীর শরহে-মেশকাত হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে গাঙ্গুহি সাহেব কিছু তহরিফ করিয়াছেন, মোল্লা আলি কারি 'মেরকাতের ২য় খণ্ডের ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

قال الطيبى و فيه ان من اصر على امر مندوب وجعله غزما ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من اصر على بدعة او منكر *

"তিনি বলিয়াছেন, এই হাদিছে বুঝা যায় যে, নিশ্চয় যে ব্যক্তি কোন মোস্তাহাব কার্য্যের উপর হঠকারিতা প্রকাশ করে এবং উহাকে ওয়াজেব স্থির করিয়া লয় এবং রোখছতের উপর আমল না করে, নিশ্চয় শয়তান তাহাকে গোমরাহ করার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে, আর যে ব্যক্তি বেদয়াত কিম্বা মন্দ কার্য্যের উপর হঠকারিতা প্রকাশ করে, তাহার অবস্থা কি হইবে?"

ইহাতে শাফেয়ি মাজহাবধারি আল্লামা তিবির কথা, ইহা মোল্লা আলি কারি হানাফীর কথা নহে। মাওলানা গাঙ্গুহি ইহা গোপন করিয়া মোল্লা আলি কারির কথা বলিয়া প্রকাশ করিলেন কেন?

মাওলানা তাজুল ইছলাম সাহেব নিজেই শাফেয়ি মাজহাবের আলেমের কথা পেশ করিতে নিষেধ করিয়া নিজে উহা পেশ করিলেন কেন? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শেষ করিয়া কখন ডান দিক্ হইতে চলিয়া যাইতেন, হজরত ইবনে-মছউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিতেছেন, কেবল ডান দিক্ হইতে চলিয়া যাওয়া ওয়াজেব (হক) জানিও না।

মোল্লা আলি কারি মেরকাতের ২।১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

فمن اعتقد ذلك فقد تابع الشيطان فى حقيقة ما ليس بحق عليه *

"যে ব্যক্তি ডান দিক হইতে চলিয়া যাওয়া ওয়াজেব বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে, নিশ্চয় সে ব্যক্তি যাহা তাহার উপর ওয়াজেব নহে তাহা ওয়াজেব বলিয়া বিশ্বাস করাতে শয়তানের তাবেদারি করিল।"

www.AmarIslam.com

আল্লামা ইমাম বদরুদ্দিন বোখারির টীকা আয়নির ৩।২১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

وانما كره ابن مسعود ان يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين *

"ইহা ব্যতীত আর কিছু নহে যে, ইবনে মছউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ডান দিক্ হইতে চলিয়া যাওয়া ওয়াজেব বলিয়া বিশ্বাস করা মকরুহ জানিয়াছেন।"

মাওলানা আবদুল হক দেহলবি 'আশেয়াতোল্লাময়াত' টীকার ১।৪৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

اول رابر غزيمت حمل كرده اند كه دروى تيامن است و فعل ان حضرت در اكثر احوال اين چنين بودو ليكن ابن مسعود رض مى گويد كه ثانى اگرچه رخصت است وكم بود اما در سنت اعتقاد وجوب نبايد گرفت و از ترخيص شارع اعراض نبايد نمود *

"ডান দিক্ হইতে চলিয়া যাওয়া 'আজিমত' (عزيمت) স্থির করিয়াছেন, কেননা উহাতে ডান দিক হইতে কার্য্য শুরু করা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্য্য অধিক ক্ষেত্রে এইরূপ ছিল, কিন্তু ইবনে-মছউদ রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু বলেন, বাম দিক হইতে চলিয়া যাওয়া যদিও 'রোখছত' (رخصت) ও কম ছিল, কিন্তু ছুন্নতকে ওয়াজেব বলিয়া বিশ্বাস করা চাই না এবং শরিয়ত প্রবর্তকের 'রোখছত' দেওয়া হইতে বিমুখ হওয়া চাই না।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ছুন্নত মোস্তাহাবকে ওয়াজেব বলিয়া বিশ্বাস করা মাকরুহ। যদি কেহ মোস্তাহাবকে মোস্তাহাব ধারণায় চিরকাল করে, তবে কি দোষ হইবে?

সর্বদা লোকে নামাজের জবানি নিয়ত করিয়া থাকে, আজান ও একামতের মধ্যে 'তছবির' করিয়া থাকে, খোৎবার মধ্যে খলিফাগণের নামোচ্চারণ করিয়া থাকে, কাদেরিয়া, চিশ্তিয়া নক্শবন্দীয়া, মোজাদ্দেদিয়া তরিকার নিয়মগুলি পালন করিয়া থাকে, ইহাতে কি তৎসমস্তকে ওয়াজের বলিয়া বিশ্বাস করা সাব্যস্ত হয়?

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাদ্রাসাতে চেয়ার টেবিলে বসা, ১০টা হইতে ৪টা পর্যন্ত উপস্থিত থাকা নির্দিষ্ট বেতন লওয়া, নির্দিষ্ট ছুটি মঞ্জুর করা ইত্যাদি সর্বদা একইভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে, ইহাতে তৎসমস্তকে কি ফরজ ওয়াজেব বলিয়া জানা হইবে?

ওজু গোছল, নামাজ ইত্যাদির মোস্তাহাবগুলি চিরকাল একই ভাবে আমল করা হইয়া থাকে, ইহাতে কি তৎসমস্ত ওয়াজেব হওয়ার ধারণা করা হয়?

কেয়ামকে লোকে চিরকাল মোস্তাহাব জানিয়া আমল করিয়া থাকে, ইহাতে ওয়াজেব ফরজ হওয়ার ধারণা হইবে কিরূপে?

ইমাম গাজ্জালী 'এহইয়াওল উলুম' কেতাবে লিখিয়াছেন–

الادب الخامس موافقة القوم فى القيام اذ قام وحد منهم فى وجد صادق من غير رياء وتكاف او قام باختيار من غير اظهار وجد وقام له الجماعة فلا بد من الموافقة فذلك من اداب الصحبة *

"পঞ্চম আদব, কেয়ামে জামায়াতের লোকের অনুসরণ করা, যদি তাহাদের কেহ বিনা রিয়া ও বাহ্য-আড়ম্বরে খাঁটী অজদসহ কেয়াম করে, কিম্বা অজদ প্রকাশ না করিয়া স্বেচ্ছায় কেয়াম করে আর জামায়াতের লোকেরা তাহার জন্য কেয়াম করে, তবে তাহাদের তাবেদারি করা জরুরি। ইহা সঙ্গলাভের আদব (রীতি)।"

কেয়ামের মজলিশে কেহ কেয়াম না করিলে, যেহেতু সে মজলিশের আদবের খেলাফ করিল, এই হেতু তাহাকে তিরস্কার করা হয়, ইহাতে কেয়ামকে ওয়াজেব জানা সপ্রমাণ হয় না।

মৌলদে বাঁরজাঞ্জির ২৯ পৃষ্ঠার হাশিয়াতে আছে, "কেবল অহাবী সম্প্রদায় কেয়ামে বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া থাকে।"

যদি কেহ কেয়ামের মজলিশে কেয়াম না করে, তবে লোঁকে তাহাকে অহাবী ধারণায় তিরস্কার করিয়া থাকে, ইহাতে উহা ওয়াজেব জানা হয় না।

নামাজের পরে ছেজদা দেওয়া মকরুহ, কেননা সাধারণ লোকে উহা ছুন্নত কিম্বা ওয়াজেব ধারণা করিবে, মিলাদের কেয়ামকে এই ছেজদার উপর কেয়াছ করা বাতীল, কেননা মিলাদের কেয়াম ৬।৭ বছর হইতে বিনা এনকারে জারি আছে, ইহার উপর এজমা, তাওয়ারোছ (توارث) ও তায়ামোল (تعامل) হইয়াছে আর নামাজের পরে একটি ছেজদা করার উপর এজমা, তাওয়ারোছ ও তায়ামোল

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কিছু হয় নাই, কাজেই এইরূপ কেয়াছ বাতীল জবানি নিয়ত, তরিকতের নিয়মগুলি, কছবির, কোরআন শরিফে রুকু, ছেজদা, মাঞ্জেল, অক্‌ফ, সূরাগুলির নাম ইত্যাদি পাছে লোকে ছুন্নত ওয়াজেব ধারণা করে, এইহেতু উহা মকরুহ হইল না কেন?

মাদ্রাসা ও খানকার নিয়ম কানুনগুলি, দেওবন্দ মাদ্রাসার দেস্তার বন্দীর উপর কেন এই হুকুম জারি করা হইল না?

মাওলানা থানাবী সাহেব ফাতাওয়ায় এমদাদিয়ার ৪।৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন; "হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিলাদ শরিফ অমুক স্থানে হইতেছে, কিরূপে জানিবেন, আল্লাহ ব্যতীত কেহ গায়েব জানেনা। তাঁহার জীবদ্দশাতে কোন স্থানে সংবাদ লওয়ার জন্য পত্র ও পত্রবাহক পাঠাইতেন, যদি তিনি তথাকার সংবাদ জানিতেন, তবে এরূপ করার কি দরকার ছিল? মৃত্যুর অবস্থা অপেক্ষা জীবদ্দশার অবস্থা অবগত হইতে পারিতেন না, তখন মৃত্যুর পরে উহা অবগত হওয়া কিরূপে সম্ভব হইবে?

আর এক সময়ে সহস্র স্থলে মিলাদ হইলে, সহস্র স্থলে তিনি কিরূপে উপস্থিত হইবেন? ইহাত খাস আল্লাহর ছেফাত।"

ইহার উত্তর ;–

সূরা জ্বিনে আছে;–

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ *

"আল্লাহতায়ালা গায়েব জানেন, তিনি নিজের গায়েবের সংবাদ কাহাকেও প্রকাশ করেন না, কিন্তু যাহাকে রাসূল মনোনীত করিয়া লইয়াছেন (তাঁহার নিকট উহা প্রকাশ করেন)।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ রাসূলকে গায়েবের সংবাদ জানাইয়া দিয়াছিলেন।

আকায়েদে নাছাফির টীকা : ২৫০ পৃষ্ঠা–

وبالجملة العلم بالغيب امر تفرد به الله تعالى لاسبيل اليه للعباد الا باعلام منه او الهام بطريق المعجزة او الكرامة *

মূলকথা, গায়েবের এলম আল্লাহতায়ালার বিশিষ্ট ছেফাত, বান্দাগণের এ সম্বন্ধে কোন অধিকার নাই, কিন্তু মোজেজা ও কারামত স্বরূপ তিনি জানাইয়া দিলে কিম্বা এলহাম করিলে, (সম্ভব হইতে পারে)।'

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এইরূপ শরহে-ফেকহ-আকবরে আছে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহতায়ালা নবীগণকে মো'জেজা স্বরূপ ও অলিগণকে কারামত স্বরূপ জানাইয়া দিলে, তাঁহারা গায়েবের কথা জানিতে পারেন।

মেশকাতের ৫৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"আমর ইবনে-আখতাব আনছারি বলিয়াছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দিবসে আমাদের সহিত ফজরের নামাজ পড়িয়া মিম্বরে আরোহণ করতঃ আমাদিগকে ওয়াজ শুনাইলেন, এমন কি জোহরের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল। তৎপরে তিনি মিম্বর হইতে নামিয়া নামাজ পড়িলেন, তৎপরে মিম্বরে উঠিয়া আমাদিগকে ওয়াজ শুনাইলেন, এমন কি আছরের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল। পরে তিনি নামিয়া নামাজ পড়িয়া মিম্বরে উঠিলেন, এমন কি সূর্য ডুবিয়া গেল। হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু সংঘটিত হইবে, তাহা আমাদিগকে জানাইয়া দিলেন।— মোছলেম।

আরও এই মো'জেজার অধ্যায়ে হজরত বহু ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ছিলেন, যাহা বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত হইয়াছে।

মেশকাত ৭০ পৃষ্ঠা—

فوضع كفه بين كتفى فوجدت بردها بين ثديى فعلمت
ما فى السموات والارض وتلا الخ *

"তৎপরে আল্লাহ বিশিষ্টভাবে আমার উপর অনুগ্রহ করিয়া ফয়েজ নিক্ষেপ করিলেন, ইহাতে আমি তাঁহার অনুগ্রহের শান্তি নিজের অন্তরে অনুভব করিলাম, ইহার জন্য আমি আছমানসমূহে ও জমিনে যাহা কিছু আছে, জানিতে পারিলাম। তৎপরে তিনি এই আয়াত পড়িলেন, "আর এইরূপ আমি ইবরাহিমকে আছমান ও সকল জমিনের রাজত্ব দেখাইয়াছিলাম।"

মোল্লা আলি কারি 'মেরকাত'এর ১।৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

قال ابن حجراى جميع الكائنت التى فى السموات بل وما
فوقها وجميع ما فى الارضين بل وما تحتها *

ইবনে হাজার বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমস্ত আছমান, বরং তৎসমস্তের উপরে যাহা আছে, সাতটি জমিন, বরং তৎসমুদয়ের নিম্নে যাহা আছে, সমস্ত সৃষ্টির অবস্থা অবগত করাইলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াতটি প্রমাণ স্বরূপ পেশ করিয়াছিলেন, যেরূপ আল্লাহতায়ালা ইবরাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসমান ও সকল জমিনের রাজ্য দেখাইয়া ছিলেন এবং প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি আমার উপর গায়েব সকলের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন।"

মাওলানা আবদুল হক দেহলবী 'আশেয়াতোল-লাময়াত' টীকার ১।৩৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

عبارت از حصول تامه علوم جزوى وكلى واحاطه ان *

"হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আছমান ও জমিনের) সমস্ত 'জুজি' ও 'কুল্লি' এলম লাভ করিলেন এবং উহা আয়ত্ত্ব করিলেন।"

মেশকাত, ৭২ পৃষ্ঠা—

فتجلى لى كل شئ وعرفت *

"ইহাতে আমার পক্ষে প্রত্যেক বিষয় প্রকাশিত হইল এবং আমি উহার স্বরূপ অবগত হইলাম।"

আশেয়াতোল-লাময়াত, ১।৩৬৭ পৃষ্ঠা;—

روشن شد مراهرچيز از علوم *

"এলমগুলির প্রত্যেক বিষয় আমার পক্ষে উজ্জ্বল হইয়া পড়িল।"

মাওলানা আবদুল হক দেহলবি মাদারেজোন্নবুয়ত এর ১।.৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

چون برسيذم بعرش (الى) پس نزديك شد بمن قطره
ازعرش وأفتاد بر زبان من وحاصل شد مرا خبر اولين واخرين
و روشن گردنيد دل مراپس ديدم همه چيز ار بذل خود وديدم
ازپس خود چنانكه مى بينم ازپيش *

"যখন আমি আরশের নিকট উপস্থিত হইলাম আরশের নিকট হইতে একটি বিন্দু আমার নিকট আসিয়া আমার মুখে পতিত হইল, আমার পক্ষে প্রাচীনদিগের ও পরবর্তীদিগের সংবাদ আয়ত্ত্ব হইয়া গেল অন্তরকে আলোকিত করিয়া দিল, ইহাতে আমি আমার অন্তরে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাইলাম এবং নিজের পশ্চাতের দিক হইতে দেখিলাম যেরূপ সম্মুখের দিক্ হইতে দেখিতে ছিলাম।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আরও ১৬৮ পৃষ্ঠা–

پس داد مرا علم اولین واخرین وتعلیم کرد انواع علم را علمی بود که عهد گرفت ازمن کتمان انراکه با هیچکش نگویم وهیچکس طاقت بر داشتن ان ندارد جزمن وعلمی دیگر بود که مخیر گردانید در اظهار وکتمان ان وعلمی دیگر بود که مخیر گردانید در اظهار وکتمان ان وعلمی بود که امر کرد مرا بتبلیغ ان بخاص وعلم از امت من *

"তৎপরে আল্লাহ আমাকে প্রাচীনদিগের ও পরবর্তীদিগের এলম প্রদান করিলেন এবং কয়েক প্রকার এলম শিক্ষা দিলেন এক প্রকার এলম এরূপ ছিল যে, উহা গোপন করিতে আমার নিকট অঙ্গীকার করাইয়া লইয়াছেন, যেন আমি কোন লোককে উহা না বলি। আমা ব্যতীত কোন ব্যক্তি উহা সহ্য করার ক্ষমতা রাখে না। দ্বিতীয় প্রকার এলম উহা প্রকাশ করা ও গোপন করা আমার ইচ্ছার উপর ন্যস্ত করিয়া ছিলেন। আর এক প্রকার এলম-আমলকে আমার উম্মতের আম ও খাস সকলের নিকট পৌঁছাইতে আমার উপর আদেশ করিয়াছিলেন।

তফছিরে-হোছায়নি, ১ ।১১৫ পৃষ্ঠা–

وعلمك ما لم تكن تعلم - در امر زانیده است ترا انچه نبودی که بخود بدانی از خفیات امور ومکنونات ضمائر - در بحر الحقائق میفرماید که ان علم ما کان و ما یکون است که حق سبحانه درشب اسری بدان حضرت عطا فرمود چنانچه در احادیث معراجیه امده است که در زیر عرش بودم قطره در خلق من ریختند فعلمت بها ما کان وما یکون *

আর তুমি যে গুপ্ত বিষয়গুলি ও অন্তরসমূহের গুপ্ত তত্ত্বগুলি নিজে জানিতেনা, তাহা আল্লাহ তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন। বাহারোল-হাকায়েকে বর্ণিত হইয়াছে, উহা

www.AmarIslam.com

ভূত ও ভবিষ্যতের এলম–যাহা আল্লাহপাক উক্ত হজরতকে মে'রাজের রাত্রে দান করিয়াছিলেন, যথা– মে'রাজ সংক্রান্ত হাদিসগুলিতে আছে যে, আমি আরশের নীচে ছিলাম, একটি বিন্দু আমার গলদেশে নিক্ষেপ করিলেন, ইহাতে আমি ভূত ও ভবিষ্যতের বিষয় শিক্ষা প্রদত্ত হইলাম।"

তফছিরে-রুহুল বায়ান, ১ ।৪৯০ পৃষ্ঠা–

(وعلمك) بالوحي من الغيب وخفيات الامور (ما لم تكن تعلم) ذلك الى وقت التعليم *

"আর আল্লাহ অহি দ্বারা গায়েব ও গুপ্ত বিষয়গুলি তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন যাহা তুমি শিক্ষা করার (পূর্ব) পর্যন্ত জানিতে না।"

আবু দাউদ, ২ ।২২৮ পৃষ্ঠা–

ان ربى زوى لى الارض فرأيت مشارقها ومغاربها *

হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমার জন্য জমিকে সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন, ইহাতে আমি উহার পূর্ব ও পশ্চিম অংশ দেখিয়াছিলাম।

মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, ২ ।১৯২ পৃষ্ঠা–

ان الله قد رفع لى الدنيا فانا انظر اليها والى ما هو كائن فيها الى يوم القيامة كانما انظر الى كفى هذه -

হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ আমার জন্য দুনিয়াকে উত্তোলন করিয়াছিলেন, আমি উহার দিকে এবং কেয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু সংঘটিত হইবে তাহা দেখিতেছি, যেন আমি তৎসমস্ত এই তালুর মধ্যে অবস্থিত।

আইনি, ৭ ।৫৭৪ পৃষ্ঠা–

وهو الذى كان يخبر النبى صلعم بالمغيبات فكان علما من اعلام نبوته *

"তিনিই (হজরত জিবরাইল) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অদৃশ্য বিষয়গুলি অবগত করাইয়া দিতেন, ইহা তাঁহার নবুয়তের চিহ্নগুলির মধ্যে অন্যতম।"

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তফছিরে-খাজেন, ২।২৬৬ পৃষ্ঠা–

فان قلت قد اخبر صلعم عن المغيبات وقد جاءت احاديث فى الصحيح بذلك وهو من اعظم معجزاته صلعم فكيف الجمع بينه وبين قوله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير قلت يحتمل ان يكون قاله صلعم على سبيل التواضع والادب و المعنى لا اعلم الغيب الا ان يطلعه الله عز وجل على الغيب فلما اطلعه الله عزوجل اخبر به كما قال تعالى فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول *

"যদি তুমি বল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্য বিষয়গুলির সংবাদ দিয়াছেন ছহিহ কেতাবে এই সংক্রান্ত অনেক হাদিছ আসিয়াছে, আর ইহা হজরতের বৃহৎ মো'জেজা কাজেই ইহার মধ্যে এবং হজরতের গায়েব না জানা সংক্রান্ত আয়াতের মধ্যে সমতা রক্ষা হইবে কিরূপে?

ইহার এক উত্তর এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা নম্রতা ও আদবের জন্য বলিয়াছেন, আয়াতের অর্থ এই যে, আমি গায়েব জানি না, কিন্তু আল্লাহ আমাকে উহা অবগত করাইয়া থাকেন, এবং আমাকে উহার ক্ষমতা দিয়া থাকেন। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, আল্লাহ কর্তৃক গায়েবের সংবাদ পাওয়ার পূর্বে তিনি ইহা বলিয়াছিলেন, তৎপরে আল্লাহ তাঁহাকে গায়েব অবগত করাইয়া দিলেন, তিনি উহার সংবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, যেরূপ সূরা জ্বিনের আয়াতে তাঁহাকে গায়েবের সংবাদ জানাইবার কথা আছে।

তফছিরে-রুহুল বায়ান, ১।৬৩৫ পৃষ্ঠা–

ولا اعلم الغيب فانه صلعم كان يخبر عما مضى وعما سيكون باعلام الحق وقد قال (عم) ليلة المعراج قطرت فى

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

حلقى قطرة علمت ما كان وما سيكون فمن قال ان نبى الله لا يعلم الغيب فقد اخطا *

হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি গায়েব জানিনা, কেননা তিনি আল্লাহতায়ালার অবগত করান হেতু ভুত ও ভবিষ্যতের সংবাদ দিতেন। আরও হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মে'রাজের রাত্রে আমার গলদেশে একটি বিন্দু নিক্ষিপ্ত হইল, ইহাতে আমি ভূত ও ভবিষ্যতের সংবাদ অবগত হইলাম। কাজেই যে ব্যক্তি বলিয়াছে যে, আল্লাহর নবী গায়েব জানেন না, সে ব্যক্তি সত্যাভ্রম করিয়াছে।"

মাওলানা আশরাফ আলি থানভী ছাহেব হেফজোল-ঈমান কেতাবের ৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید وعمرو بلکہ ہر صبی ومجنون بلکہ جمیع حیوانات وبہائم کیلئے بھی حاصل ہے اور گر تمام علوم غیب مراد ہیں تواسکا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے *

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়েব জানার অর্থ যদি কতক এলমে-গায়েব কিম্বা সমস্ত গায়েব যদি কতক এলমে-গায়েব অর্থ হয়, তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষত্ব কি আছে? এইরূপ এলমে-গায়েব জায়েদ, ওমার বরং বালক, উন্মাদ, বরং সমস্ত পশু ও চতুষ্পদের আছে। আর যদি সমস্ত এলমে গায়েব অর্থ হয়, তবে ইহার বাতিল হওয়া নকলি ও আকলি দলীল কর্তৃক সপ্রমাণ হইয়াছে।"

এস্থলে মাওলানা থানভী সাহেব জায়েদ, ওমার, বালক, উন্মাদ, পশু ও চতুষ্পদের এলমের সহিত হজরতের এলমের তুলনা দিলেন, আল্লাহতায়ালা অহি, এলম ও কাশ্‌ফ কর্তৃক যাহাকে সমস্ত আছমান, জমিন, ভূত, ভবিষ্যতের, প্রাচীন ও

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পরবর্ত্তীদ্বিগের এলমে গায়েব শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার এলমের সহিত উন্মাদ ও পশুকুলের এলমের তুলনা দেওয়ায় তাঁহার অবজ্ঞা ও অবমাননা করা হইল কি না? এজন্য হিন্দুস্তানের আলেমগণ তাঁহার উপর যে ফৎওয়া দিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

আল্লামা-কোস্তোলানি 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া'র ২।৩৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

ولاشك ان حياة الانبياء عليهم الصلوة والسلام ثباتة معلومة مستمرة ونبينا صلى الله عليه وسلم افضلهم و اذا كان كذلك فينبغى ان تكون حياته صلعم اكمل واتم من حياة سائرهم ولا ريب ان حاله صلعم فى البرزخ افضل واكمل من حال الملأكة هذا وسيدنا عزرائيل عليه الصلاة والسلام يقبض مائة الف روح فى ان واحد ولا يسغله قبض عن قبض وهو مع ذلك مشغول بعبادة الله تعالى على التسبيح والتقديس فنبينا صلعم حى يصلى يعبد ربه ويشاهده *

"নিশ্চয় নবীগণের জীবিত থাকা প্রমাণিত, সর্বজন বিদিত ও স্থায়ী, ইহাতে সন্দেহ নাই। আর আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আর যখন ইহা প্রমাণিত হইল, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হায়াত অন্য নবীগণের হায়াত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ও সমুন্নত। আর ইহাতে সন্দেহ নাই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা 'বারজোখে' (কবরে) ফেরেশতাগণের অবস্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ও সমধিক কামেল। ইহা স্মরণ করিয়া রাখ। আমাদের আজরাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক নিমিষে লক্ষ লক্ষ প্রাণ কবজ করিয়া থাকেন, একটি প্রাণনাশ অন্য প্রাণনাশের প্রতিবন্ধকতা জন্মাইয়া থাকে না, ইহা সত্ত্বেও আল্লাহতায়ালার এবাদতে নিমগ্ন, তছবিহ ও তকদিছ পাঠে অগ্রগামী, কাজেই আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত, নামাজ পড়িয়া থাকেন, নিজের প্রতিপালকের এবাদত করিতেছেন ও তাঁহার মোশহাদা করিতেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লামা জারকানি 'মাওয়াহেবে-লাদুন্নিয়া'র টীকার ৫।৩৩২।৩৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

انه حى فى فبره يصلى فيه باذان واقامة وكذلك الانبياء فى قبرهم يصلون روى احمد مسلم و النسائى ان النبى صلعم قال مررت على موسى ليلة اسرى بى عند اكثيب الاحمر وهو قائم يصلى فى قبره وقد حكى بن زبالة و ابن النجار ان الاذان تنك فى ايام الحيرة ثلاثة ايام وخرج الناس وسعيد بن المسيب فى المسجد قال سعيد فاستوحشت فدنوت من القبرفلما حضرت الظهر سمعت الاذان فى القبر فصليت الظهر ثم مضى ذلك الاذان والاقامة فى القبر لكل صلوة حتى مضت الثلاث ليال وقد ثبت ان الانباء يحجون ويلبون *

"নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে জীবিত আছেন, উহার মধ্যে আজান ও একামতের সহিত নামাজ পড়িয়া থাকেন। এইরূপ নবীগণ কবরে জীবিত আছেন, নামাজ পড়িয়া থাকেন। আহমদ, মোছলেম ও নাছায়ি রেওয়াএত করিয়াছেন, সত্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে রাত্রে আমাকে মে'রাজে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সেই রাত্রে আমি লাল বর্ণের বালুস্তুপের নিকট (হজরত) মুছা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিতে পাইলাম, তিনি নিজ কবরে নামাজ পড়িতেছেন। ইবনে-জোবালা ও ইবনে নাজ্জার বর্ণনা করিয়াছেন, 'হার্র' যুদ্ধের সময় তিন দিবস (মসজিদে নববীতে) আজান দেওয়া হইয়াছিল না, লোকেরা (মসজিদ হইতে) বাহির হইয়া গিয়াছিল, সাঈদ ইবনে মোছাইয়েব মসজিদে ছিলেন। সাঈদ বলিয়াছেন, আমি ত্রাসিত হইয়া কবরের নিকটবর্তী হইলাম। জোহরের সময় উপস্থিত হইলে, কবরের মধ্য হইতে আজান শুনা গেল, আমি জোহর পড়িলাম, এইরূপ তিন দিবস গত হইল, প্রত্যেক নামাজের জন্য কবরের মধ্যে আজান ও একামত হইত।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এইরূপ প্রমাণিত হইয়াছে যে, নবীগণ হজ্ব করিয়া থাকেন ও লাব্বায়কা বলিয়া থাকেন।

মেশকাতের ৫০৮ পৃষ্টায় মোছলেম হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরজোক নামক উপত্যকাতে হজরত মুছা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং হোরছা কিম্বা লেফত্ নামক ঘাঁটিতে হজরত ইউনুছ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লাব্বায়কা বলিতে শুনিয়াছিলেন।

আরও জারকানি, ৬।৭২ পৃষ্ঠা–

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীগণকে আছমানে ও বায়তুল-মোকাদ্দছে কি অবস্থাতে দেখিয়াছিলেন, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন, তাঁহাদের রুহকে দেখিয়াছিলেন, অর্থাৎ রুহগুলি রুহানি জগতে আকৃতিধারি হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। আর কেহ কেহ বলেন, তাঁহাদিগকে সশরীরে দেখিয়াছিলেন।"

আরও উহার ৭৩ পৃষ্ঠা–

"নবীগণ করবে বাস্তব (হাকীকি) হায়াত সহ জীবিত আছেন, পানাহার করিয়া থাকেন, ও সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন।"

আরও জারকানি, ৫।৩৩৪।৩৩৫ পৃষ্ঠা–

"কুরতবী বলিয়াছেন, মৃত্যুর অর্থ এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থাতে পরিবর্তিত হওয়া, ইহার প্রমাণ এই যে, শহিদগণ নিহত হওয়ার পরে আল্লাহতায়ালার নিকট জীবিত হন, রুজি প্রাপ্ত হন, আনন্দিত হন, সুসংবাদ প্রদান করেন, ইহা দুনিয়াতে জীবিতদিগের অবস্থা, যখন ইহা শহিদগণের অবস্থা হইল, তখন নবীগণের অবস্থা ইহা অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট হইবে। ছহিহ ছনদে প্রমাণিত হইয়াছে যে, জমি নবীগণের শরীরকে নষ্ট করিতে পারে না। আরও বলিয়াছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে'রাজের রাত্রে বায়তুল মোকাদ্দছে ও আছমানে নবীগণের সঙ্গে সমবেত হইয়াছিলেন, হজরত মূছা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবরে নামাজ পড়িতে দেখিয়াছিলেন, আরও তিনি সংবাদ দিয়াছেন যে, তিনি প্রত্যেক ছালাম কারির ছালামের জওয়াব দিয়া থাকেন, ইহাতে নিশ্চিতরূপে সপ্রমাণ হয় যে, নবীগণের মৃত্যুর অর্থ এই যে, তাঁহারা আমাদিগ হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন, যদিও তাঁহারা জীবিত আছেন, আমাদের কেহ তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না, কিন্তু যে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অলিগণকে আল্লাহ বিশিষ্ট কারামত দান করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। নবীগণের বিচরণ স্থল আছে, যথাযথ ইচ্ছা করেন গমন করিয়া থাকেন, তৎপরে প্রত্যাবর্তন করেন।"

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব 'হোবুর' পুস্তকের ১৪।১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুহ ও শরীরসহ কবরে অবস্থিতি করিতেছেন, কেননা তিনি কবরে জীবিত আছেন, প্রায় সমস্ত সত্য পরায়ণ সম্প্রদায় এ সম্বন্ধে এক মতাবলম্বী, ছাহাবাগণের এইরূপ বিশ্বাস ছিল, হাদিছে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে, নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কবরে জীবিত, তিনি রুজি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাকে হায়াতে-বারজোখিয়া বলা হয়। সাধারণ মুসমানদিগের চেয়ে শহিদগণের হায়াত-বারজোখিয়া প্রবল; এইহেতু জমি তাঁহাদের লাশ নষ্ট করিতে পারে না। নবীগণের হায়াতে-বারজোখিয়া শহিদগণের হায়াত অপেক্ষা শক্তিশালী, এইহেতু জমি তাঁহাদের শরীর নষ্ট করিতে পারে না, তাঁহাদের স্ত্রীগণের অন্য লোকদিগের সহিত নেকাহ জায়েজ হয় না, তাঁহাদের সম্পত্তির ফারায়েজি সত্ত্ব হয় না, অন্য ধর্মাবলম্বিগণ ইহা স্বীকার করিয়া থাকে। মদিনার ইতিহাসে আছে, হজরতের এন্তেকালের কয়েক শতাব্দী পরে দুইটি লোক হজরতের শরীরকে গোর হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য সুড়ঙ্গ খনন করিতে লাগিল, হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই জামানার বাদশাহ (নুরদ্দিন শহিদ)-কে স্বপ্নে এই অবস্থা অবগত করাইয়া দেন, উক্ত দুইটি লোকের আকৃতি দেখাইয়া দেন, সুলতান মদিনা শরিফে গিয়া সেই লোক দুটিকে ধরিয়া ফেলেন এবং কবরের চারিদিকে শিশা গলাইয়া বন্ধ করিয়া দেন।"

আরও জারকানি, ১।৮ পৃষ্ঠা–

انه لا يمتنع رؤية ذاته عليه الصلوة والسلام بجسدو روحه وذلك لانه وسائر الانبياء صلعم ردت اليهم ارواحهم بعد مابضوا دذن لهم فى الخروج من قبورهم للتصرف فى الملكوت العلوى والسفلى *

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাত মোবারক রুহ ও শরীরসহ দৃষ্টিগোচর হওয়া অসম্ভব নহে, কেননা তাঁহার ও অবশিষ্ট নবীগণের রুহ কবজ করার

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পরে তাঁহাদের দেহে উহা ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে এবং আত্মীক জগতে ও দুনিয়াতে কার্য্য পরিচালনা করার জন্য তাঁহাদিগকে তাঁহাদের কবর হইতে বাহির হওয়ার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।"

তফছিরে-রুহোল-বায়ান, ৪।৪২৮ পৃষ্ঠা–

قال الامام العزالى رحمه الله تعالى والرسول عليه السلام له الخيار فى طواف العوالم مع ارواح الصحابة رضى الله عنهم لقدر اة كثير من الاولياء *

"ইমাম গাজ্জালি বলিয়াছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবাগণের রুহসহ সমস্ত আলমে পরিভ্রমণ করিতে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছেন, নিশ্চয় বহু অলি তাঁহাকে দেখিয়াছেন।"

আরও ৪।৫৭২ পৃষ্ঠা–

ثم ان النفوس الشريفة لا يبعد ان يظهر منها اثار فى هذا العالم سواء كانت مفارقة عن الابدان اولا فتكون مدبرات .... (الى) فاذا كانت التد بيريبد الروح وهو فى هذا الموطن فكذا اذا النقل منه الى البرزخ بل هو بعد مفارقة البدن اشد تاثيرا وتدبيرا لان الجسد حجاب فى الجملة *

"পাক আত্মাগুলি কর্ত্তৃক এই জগতে কতকগুলি কার্য্য প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব নহে, শরীর সহ হউক, কিম্বা শরীর হইতে পৃথক হইয়া হউক, তখন তৎসমস্ত 'মোদাব্বেরাত' এর অন্তর্গত হইয়া থাকে। যখন এই দুনিয়াতে কার্য্য পরিচালনা রুহের দ্বারা হইয়া থাকে, তখন উক্ত রুহ 'বরজোখে' (কবরে) এন্তেকাল করিলে, উহা হইয়া থাকে, বরং শরীর ত্যাগ করার পরে সমধিক তা'ছির সম্পাদন ও কার্য্য পরিচালক হইয়া থাকে, কেননা শরীর কতকাংশ পর্দা স্বরূপ থাকে। শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেছ সাহেব ফইউজোল-হারামএন এর ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

ورأيته صلعم فى اكثر الامور يبدى لى صورته الكريمة التى كان عليها مرة انى طامح الهمة الى روحانيته لاالى

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

جسمانيته صلعم فتفطنت ان له خاصية من تقويم روحه بصورة جسده عليه الصلوة والسلام وانه الذى اشار اليه بقوله الانبياء لايموتون و انهم يصلون ويحجون فى قبورهم وانهم احياء الى غير ذلك *

আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বারম্বার দেখিয়াছি, তিনি আমার নিকট নিজের আছল আকৃতি প্রকাশ করিতেন, যদিও আমার পূর্ণ আকাঙ্খা ছিল যে, আমি তাঁহাকে সশরীরে না দেখিয়া রুহানি ছুরতে দেখি আমি জানিতে পারিলাম যে, তাঁহার বিশিষ্ট ক্ষমতা আছে যে, নিজের রুহকে আকৃতিধারী করিতে পারেন, ইহার দিকে হজরত ইশারা করিয়াছেন যে, নবীগণ মরেন না, তাঁহারা নিজেদের কবরে নামাজ পড়িয়া থাকেন ও হজ্ব করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা জীবিত।

আরও শাহ অলিউল্লাহ সাহেব 'দোর্রোছ ছমিনে'র ৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

اخبرنى سيدى الوالد قال اخبرنى شيخى السيد عبد الله القارى قال حفظت القران على قارى زاهد كان بسكن فى البرية فبيننا نحن نتدارس القران اذ جاء قوم من العرب يقدمهم سيدهم فاستمع قراة القارى وقال بارك الله اديت حق القران ثم رجع وجاء رجل اخر بذلك الزى فاخبر ان النبى صلعم اخبرهم البارحة انه سيذهب الى البرية الفلانية لاستماع قراة القارى هناك فعلمنا ان السيد الذى كان يقدمهم هو النبى صلعم قال وقد رايته بعينى هاتين *

"আমাকে আমার শিক্ষক সৈয়দ ওয়ালেদ সংবাদ বলিয়াছেন, তিনি বলেন, আমার শিক্ষক সৈয়দ আবদুল্লাহ কারি আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি একজন সংসার বিরাগী কারির নিকট কোরআন কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, তিনি ময়দানে বাস করিতেন। আমরা কোরআন দওরা শুনাইতে ছিলাম, এমতাবস্থায় একদল

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আরব আগমন করিলেন, তাঁহাদের নেতা তাহাদের অগ্রগামী ছিলেন, তিনি কারির কোরআন পড়া শুনিয়া বলিলেন, আল্লাহতায়ালা বরকত দিন তুমি কোরআনের হক আদায় করিয়াছ। তৎপরে তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন। আর অন্য এক ব্যক্তি উক্ত প্রকার পোষাকে আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, গত রাত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদিগকে সংবাদ দিয়া ছিলেন যে, তিনি কারির কোরআন পাঠ শ্রবণ করার জন্য অমুক ময়দানে গমন করিবেন। ইহাতে আমি জানিলাম যে, নেতা তাহাদের অগ্রগামি ছিলেন তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বলিয়াছেন, আমি আমার এই দুই চোক্ষে তাঁহাকে দেখিয়াছি। ইমাম জালালউদ্দিন ছিউতি 'এন্তেবাহোল আজকিয়াতে লিখিয়াছেন–

النظر فی اعمال امته والا ستغفار لهم من السيئات والدعاء بكشف البلاء عنهم والتردد فی اقطار الارض بحلول البركة فيها وحضور جنازة من مات من صالحی امته فان هذه الامور من اشغاله كما وردت بذلك الاديث والاثار *

"হাদিছ ও ছাহাবাগণের কথা হইতে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের আমলগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহাদের জন্য গোনাহগুলি মাফ চাহিয়া থাকেন, তাহাদিগ হইতে বিপদ দূরীভূত হওয়ার দোয়া করেন, বরকত বিতরণ হেতু জমির সমস্ত অঞ্চলে যাতায়াত করিয়া থাকেন এবং নিজের উম্মতের কোন নেককার লোক মরিলে, তাহার জানাজাতে উপস্থিত হন, কেননা (বরজোখে) তাঁহার এই সমস্ত কার্য্য নির্ধারিত আছে।"

امروزدور حلقه بامداد می بینم كه حضرت الياس و حضرت خضر علی نبينان حاضر شدند وبه تلقی روحانی حضر خضر فرمودند كه ما از عالم ارواحيم حضرت حق سبحانه وتعالی ارواح مارا قدرت كامله عطا فرموده است كه بصورت اجسام متمثل شده كار هلی كه از اجسام بوقوع ايد از ارواح ما صدورمی يابد *

"অদ্য ফজরের হালকাতে দেখিতে পাইলাম যে, হজরত ইলইয়াছ ও হজরত খিজির আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুহানিরূপে উপস্থিত হইয়াছেন এবং রুহানি সাক্ষাতে হজরত খিজির বলিলেন, আমরা রুহানি জগতের মানুষ। হজরত হকতায়ালা–আমাদের রুহকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন যে, আকৃতিধারী হইয়া দেহগুলি দ্বারা যে কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইয়া থাকে তৎসমস্ত আমাদের রুহ দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।"

আরও তিনি উহার ১।২৩০ পৃষ্ঠায় (২২০ মততুবে) লিখিয়াছেন–

درين اثنا عنايت خداوندی در رسيد وحقيقت معامله را كما ينبغی وانمود روحانيت حضرت رسالت خاتميت عم كه رحمت عالميان است درين وقت حضور ارزانی فرمرد وتسلی خاطر حزين نمود *

"এমতাবস্থায় আল্লাহর অনুগ্রহ উপস্থিত হইল, প্রকৃত ঘটনাটি উপযুক্তভাবে প্রকাশ করিয়া দিল, জগদ্বাসিদিগের রহমত হজরত খাতেমুল-আম্বিয়ার রুহানি ছুরত সেই সময় আগমন করতঃ চিন্তাযুক্ত অন্তরকে শান্তি প্রদান করিল।"

ছেরাতুল-মোস্তাকিম, ১৫১ পৃষ্ঠা–

روح مقدس حضرت غوث الثقلين وجناب حضرت خواجه بهاء الدين نقشبند متوجه حال حضرت ايشان گرديد *

হজরত বড় পীর ছাহেব ও হজরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ সাহেবের পাক রুহ হজরত সৈয়দ সাহেবের অবস্থার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হইয়াছিল। ইমাম জালালউদ্দিন ছিউতি 'মোহম্মাতোল-মায়ারেফ' কেতাবে লিখিয়াছেন;–

فنبينا صلی الله عليه وسلم يتصرف ويسير بجسده وروحه حيث شاء فی اقطار الارض وفی الملكرت وانه مغيب عن الابصار كما غيب الملائكة فاذا رفع الله الحجاب عمن اراد اكرامه برويتة راه علی هئيته التی هو عليها لا مانع من ذلك ولاداعی الی التخصيص برؤية المثال *

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমির অঞ্চলসমূহে ও আছমানে যে স্থানে ইচ্ছা করেন রুহ ও শরীরসহ কার্য্য পরিচালনা করেন ও ভ্রমণ করেন।

আর তিনি (লোকদিগের) চক্ষু হইতে অদৃশ্য থাকেন, যেরূপ ফেরেশতাগণ অদৃশ্য থাকেন, আল্লাহ যাহাকে তাঁহার জিয়ারত দ্বারা গৌরবান্বিত করিতে ইচ্ছা করেন, যখন তাহা হইতে পর্দা দূরীভূত করেন, তখন সে ব্যক্তি তাঁহাকে তাঁহার আছলি ছুরতে দেখিয়া থাকেন, ইহা অসম্ভব নহে। মেছালি ছুরত বলিয়া অর্থ প্রকাশ করার দরকার নাই।"

মাদারেজ্জোন-নবুয়ত ২য় ভাগ–

بعد از ثبات حیات حقیقی حسی دنیاوی اگر بعد ازان
کویند که حق تعالی جسد شریف را حالی وقدرتی بخشیده
است که در مکانیکه خواهد تشریف بخشد خواه بعینه یا
بمثال خواه براسمان یا بر زمین خواه درقبر یا غیر وی
صورتی دارد با وجود ثبوت نسبت خاص بقبر در همه حال *

"প্রকৃত বাস্তব পার্থিব হায়াত সপ্রমাণ হওয়ার পরে যদি বলেন যে, আল্লাহতায়ালা হজরতের দেহ মোবারককে এইরূপ অবস্থা ও শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, সশরীরে হউক, আর আত্মিক আকৃতিতে হউক, আছমানে হউক, আর জমিনে হউক, কবরে হউক, আর অন্য স্থানে হউক যেস্থানে ইচ্ছা করেন, শুভাগমন করেন, তবে এই জওয়াব সম্ভব, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রত্যেক অবস্থাতে কবরে তাঁহার খাস সম্বন্ধ থাকে।

ইমাম জালালউদ্দিন ছিউতি 'শরহোছ ছুদুরে' লিখিয়াছেন–

اما مشاهدة حضرة صلى الله عليه وسلم فقد اخبرنى
الثقات من اهل الصلاح انهم شاهدوه صلى الله عليه وسلم
مرار قراة المولد الشريف وعند ختم القران *

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"হজরতের শুভাগমন দর্শন করার বিবরণ এই যে, আমাকে কতকগুলি নেককার বিশ্বাসী লোক সংবাদ দিয়াছেন, নিশ্চয় তাঁহারা বহুবার মিলাদ শরিফ পাঠ ও কোরআন খতম করা কালে হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছেন।"

জারকানি, ৫।২৭৫ পৃষ্ঠা–

তওছিকে-ওরাল-ইছলাম, বাহজাতোন্-নফুছ, রওজোর-রায়াহীন ইত্যাদি কেতাবে কতক বোজর্গ কর্তৃক হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সচোক্ষে চৈতন্যাবস্থাতে দেখার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, একদল লোক প্রথমে হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে, তৎপরে চৈতন্যাবস্থাতে দেখিয়া কতকগুলি জটিল সমস্যাপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন, ইহাতে হজরত উহা মীমাংসিত হওয়ার উপায় প্রকাশ করেন, অবিকল সেইরূপ সংঘটিত হইয়াছিল। শেখ আবু ছউদ প্রত্যেক নামাজের পরে হজরতের সহিত মোছাফাহা করিতেন। আলি বেনে ছাইয়েদি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অচৈতন্যাবস্থাতে দেখিতে পাইলাম তাঁহার পরিধেয় তুলার সাদা পিরাহান ছিল, তৎপরে তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি কোরআন পড়, আমি ছুরা জোহা ও এনশেরাহ পড়িলাম, তৎপরে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তৎপরে আমার ২১ বৎসর বয়স হইলে, কোরাফাতে ফজরের নামাজ শুরু করিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের সম্মুখের দিকে দেখিতে পাইলাম, তিনি আমার সহিত মোয়ানাকা করিয়া বলিলেন, আল্লাহতায়ালার নেয়ামতের বর্ণনা কর। সেই হইতে আমার রসনা হইতে হেকমত ও মা'রেফাতের কথা প্রকাশ হইতে থাকে। সৈয়দ নুরদ্দিন হজরতের মাজার শরিফ জিয়ারত কালে জওয়াব শুনিতে পান, হে আমার পুত্র আলায়কাছ-ছালাম।

বদর হাছান বলেন, পীর অলিগণের চৈতন্য অবস্থাতে হজরতের জিয়ারত অসংখ্য প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে।

আশেয়া'তোল্লাময়াত ৩।৬৮৪ পৃষ্ঠা–

হজরত বড় পীর ছাহেব চৈতন্যাবস্থাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াজের মজলিশে দর্শন করিয়াছিলেন।

মিজানে-শায়ারাণি, ১।৩৮।৩৯ পৃষ্ঠা–

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনেক পীর চৈতন্যাবস্থাতে হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হাদিছ কিম্বা মছলার তদন্ত করিতেন, সৈয়দ শেখ আবদুর রহিম কানাবি, শেখ আবু মদিন মগরেবি, সৈয়দ আবু ছউদ, শেখ ইবরাহিম দছুকি, শেখ আবুল হাছান শাজেলি, শেখ আবুল আব্বাছ মারছি, শেখ ইবরাহিম মৎবুলি শেখ জালালউদ্দিন সূয়তি ও শেখ আহমদ জাওয়াবির নাম উল্লেখযোগ্য।

ইমাম জালালউদ্দিন সূয়তি চৈতন্যাবস্থাতে ৭৫ বার হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাত করিয়া হাদিছসমূহের ছহিহ জইফ নির্ণয় করিয়া লইয়াছিলেন।

শেখ আবুল হাছান শাজেলি, শেখ আবুল আব্বাছ মারছি প্রবৃতি বলিতেন, যদি এক পলকের নিমিত্ত হজরতের জিয়ারত আমা দিক্ হইতে রহিত হইয়া যাইত, তবে আমরা নিজেদিগকে মুসলমান বলিয়া গণ্য করিতাম না।”

ইমাম গাজ্জালী ‘মোনকেজ-মেনাদ্দালাল’ এর ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

انهم فی یقظتهم یشاهدون الملائکة وارواح الانبیاء ویسمعون منهم فوائد *

“নিশ্চয় তরিকতপন্থিগণ চৈতন্যাবস্থাতে ফেরেশতাগণ ও নবীগণের রুহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের শব্দ শুনিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের কর্তৃক অনেক ফায়দা লাভ করিয়া থাকেন।”

ইহাতে জ্বলন্তভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ, মিলাদ ও কোরআন পাঠের মজলিশে কখনও কখনও শুভাগমন করিয়া থাকেন।

ইচ্ছা করিলে, তিনি এক সময়ে বহু মজলিশে উপস্থিত হইতে পারেন, ইহা তাঁহার মো'জেজা।

হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব মকতুবাত শরিফের ১।২২২ পৃষ্ঠায় (২১৬ মকতুবে) লিখিয়াছেন–

اولیاء که صاحب علم وکشف اند جائز هست که بر بعضی خوارق خود اطلاع پیدا کنند بلکه صر مثالیه ایشان

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

را در امکنه متعدده ظاهر سازند و درمسافات بعیده کار هلی عجیبه وغریبه ازان صور بظهر رارند که صاحب ان صوررا انها اطلاع نیست *

“এলম ও কাশফ শক্তি সম্পন্ন অলিগণের পক্ষে সম্ভব যে, নিজেদের কতক কারামত সম্বন্ধে অবগত থাকেন। বরং তাঁহাদের আত্মীক আকৃতিগুলিকে বহু স্থানে প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং বহুদূর পথে উক্ত আকৃতিগুলি কর্তৃক আশ্চর্য্যজনক ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রকাশ করিয়া থাকেন, উক্ত অলিগণ এ সম্বন্ধে সংবাদ রাখেন না।”

আরও মকতুবাত, ২।১১৫ পৃষ্ঠা (৫৮ মকতুব)–

هرکله جنیان رابتقدیر الله سبحانه این قدرت بودکه متشکل باشکال گشته اعمال غریبه بوقوع ارنداارواح اکمل را اگراین قدرت عطا فرما بند چه محل تعجب است وچه اختیاج ببدن دیگر ـ ازین قبیله است انچه ازبعضی اولیاء الله نقل میکنند که دریك ساعت در امکنه متعدده حاضر می گردند وافعل متباینه بو قوع می ارند این نیز لطائف ایشان متجسد باجساد مختلفه ومتشکل باشکال متباینه میگردند الخ *

যখন আল্লাহতায়ালার নির্দেশ অনুসারে জ্বেনদিগের এইরূপ শক্তি আছে যে, বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করিয়া বিস্ময়কর ব্যাপার সকল ঘটাইয়া থাকে, তখন যদি কামেল রুহদিগকে এইরূপ শক্তি প্রদান করেন, তবে আশ্চর্যের বিষয় কি? অন্য শরীরের আবশ্যক কি? কতক অলি হইতে যাহা বর্ণনা করিয়া থাকেন, এস্থলে তাঁহাদের লতিফাগুলি বিভিন্ন শরীর ও বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করিয়া থাকেন। এইরূপ এক বোজর্গ হিন্দুস্থানে অবস্থান করেন এবং তথা হইতে আসিয়া বলিয়া থাকেন, যে, আমরা উক্ত বোজর্গকে কা'বার হেরেম শরিফে দেখিয়াছি, তাঁহার ও আমাদের

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মধ্যে এইরূপ এইরূপ ঘটিয়াছে। আর একদল বর্ণনা করেন যে, আমরা তাঁহাকে রোম শহরে দেখিয়াছি। আর তাঁহাকে একদল বাগদাদে দেখিয়াছেন। উক্ত বোজর্গের লতিফাগুলি বিভিন্ন আকৃতি ধরিয়া এইরূপ করিয়াছে।

এইরূপ এক রাত্রে সহস্র ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন আকৃতিসমূহে স্বপ্ন-যোগে দেখিয়া থাকেন এবং শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন, এই সমস্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লতিফাগুলির আত্মিক আকৃতিসমূহে পরিবর্তিত হওয়ার জন্য হইয়া থাকে।

মোল্লা আলী কারি 'শেফা' কেতাবের টীকার ২।১১৬।১১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

(قال عمر وبن دينار) (فى قوله) فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم) اى على اهليكم (قال ان لم يكن فى البيت احد فقل السلام على النبى ورحمة الله وبركاته) اى لان روحه عليه السلام حاضر فى بيوت اهل الاسلام *

"আমর ইবনে দিনার আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, নিজেদের পরিজনকে ছালাম কর। আর যদি গৃহে কেহ না থাকে, তবে বল আছ্ছালামো আলান্নাবিয়ে আরাহমতুল্লাহে অবারাকাতুহ, (মোল্লা আলি কারি বলিয়াছেন) কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুহ মুসলমানদিগের গৃহে উপস্থিত থাকে।"

এক্ষণে কাশ্‌ফের কথা বুঝুন–

মেশকাত, ১০৯ পৃষ্ঠা–

قالوا يا رسول الله رايناك تناولت شيا فى مقامك هذا ثم رايناك تكعكعت فقال انى رايت الجنة فتنا ولت منها عنقودا ولو اخذته لاكتم منه مابقيت الدنيا ورايت النار فلم ار كاليوم منظرا قط افظع و رايت اكثر اهلها النساء *

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাসূল আমরা আপনাকে এই স্থানে কোন বস্তু লওয়ার সঙ্কল্প করিতে দেখিলাম, তৎপরে আপনাকে পশ্চাতে আসিতে দেখিলাম। ইহাতে হজরত বলিলেন, আমি বেহেশত দেখিয়াছিলাম, এইহেতু উহা হইতে একটি আঙ্গুরের গুচ্ছ লইতে ইচ্ছা করিলাম, যদি আমি উহা লইতাম, তবে তোমরা উহা দুনিয়ার স্থায়িত্ব কাল কতক ভক্ষণ করিতে পারিতে। আর দোজখ দেখিলাম, আর অদ্যকার ন্যায় কখন উহার সমধিক ভয়াবহ দৃশ্য দেখি নাই, উহার অধিকাংশ অধিবাসী স্ত্রীলোকদিগকে দেখিয়াছি।"

ইবনে জরির তাবারি বলিয়াছেন, সাত তবক আছমানের উপর বেহেশত ও সাত তবক জমিনের নীচে দোজখ রহিয়াছে। হজরত এই দুনিয়াতে উভয়টি দেখিয়াছিলেন, এইরূপ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে'রাজে গিয়া দোজখ দেখিয়া ছিলেন।

জারকানির ৬ খণ্ডের ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে–

ويشد له رويته عليه الصلاة والسلام الجنة والنار فى عرض الشائط و هو محتمل لان يكون عليه الصلاة و السلام راهما من ذلك الموضع حقيقة بان كشف له عنهما و ازيلت الحجب التى بينه وبينهما او مثل صو رتهما فى عرض الحائط *

"ইহার প্রমাণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেহেশত ও দোজখকে প্রাচীরের একদিকে দেখিয়াছিলেন, ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে– প্রথম এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃতপক্ষে সেই স্থান হইতে বেহেশত দোজখ দেখিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে উভয়ের অবস্থা কাশ্‌ফ হইয়াছিল এবং হজরত ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত পর্দা (অন্তরাল) গুলি তিরোহিত করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, প্রাচীরের একদিকে উভয়ের মেছালি ছবি অঙ্কিত করা হইয়াছিল।

মেশকাত, ৫২৯ পৃষ্ঠা–

لقد رايتنى فى الحجر وقريش تسالنى عن مسراى فسالتى عن اشياء من بيت المقدس لم اثتبهار فكبت كر

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بو ما كربت مثله فرفعه الله لى انظر اليه ما يسألونى عن شئ الا انبأتهم *

"হজরত বলেন, সত্যই আমি নিজকে 'হেজ্‌রে' দেখিলাম কোরায়েশগণ আমার নিকট যে, মে'রাজ গমন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, আমার নিকট বায়তুল মোকাদ্দাছের কয়েক বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তৎসমস্ত স্মরণে রাখিতে পারি নাই, ইহাতে আমি এরূপ দুঃখিত হইলাম যে, কখনও তত্তুল্য দুঃখিত হই নাই। তখন আল্লাহ বায়তুল মোকাদ্দাছকে আমার সন্নিকট করিয়া দিলেন (মধ্যস্থ পর্দা অপসারিত করিয়া দিলেন,) আমি উহা দেখিতেছিলাম, তাহারা যে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, আমি উহার সংবাদ দিতেছিলাম"।

এইরূপ মেশকাতের ৫৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মদিনা শরিফের মসজিদে খোৎবা পাঠকালে (নাহাওয়ান্দ শহরের) যুদ্ধরত ছারিয়া সেনাপতির যুদ্ধের অবস্থা অবগত হইয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। মিলাদ শরিফের মজলিশের অবস্থা কাশ্‌ফ কর্তৃক দর্শন করিতে হজরতের স্থানান্তরে গমন করার আবশ্যক হয় না।

মাওলানা গাঙ্গুহি নিজে ১৩২০ হিজরীতে ইন্তেকাল করিয়াছেন, তিনি যে কাজি শেহাবউদ্দিন দওলতাবাদীর তোহফাজোল কোজাত, মাওলানা ফজলুল্লাহ জৌনপুরী বাহজাতোল-ওশ্যাক ও কাজি নছিরউদ্দিন গোজরাতির তরিকাতোছ-ছালাফ কেতাবের নাম নিজ ফাতাওয়াতে লিখিয়াছেন, এই লোকগুলি অতি আধুনিক লোক, এই কেতাবগুলি অপরিচিত ইহারা অহারী, বদ মজহাবী হইতে পারে, ইহাদের কথা দলীল হইতে পারে না।

মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব মাওলানা গাঙ্গুহির একটি কথা যদি বাদ দিয়াছেন, তিনি উহাতে লিখিয়াছেন–

یا یہ وجہ ہے کہ روح پاک علیہ السلام کی جو عالم ارواح سے عالم شہادت میں تشریف لائے اسکی تعظیم کو قیام ہے یہ محض حماقت ہے کیونکہ اس وجہ میں قیام کرنا وقت وقوع ولادت شریف کے ہونا چاہئے اب ہرروز کونسی ولادت

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مکرر ہوتی ہے یہ ہرروزہ اعادہ ولادت تو مثل ہنود کے ہے کہ سانگ کہنیا کی ولادت کا ہرسال کرتے ہیں معاذ اللہ سانگ اپ کی ولادت کا تہرا *

কিম্বা এই কারণে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক রুহ আলমে আরওয়াহ হইতে দুনিয়াতে শুভাগমন করিতেছেন, ইহার তা'জিমের জন্য কেয়াম করিতে হয়, ইহা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা, কেননা এই কারণে কেয়াম করিতে হইলে, হজরতের পয়দাএশের সময় হওয়া চাই, এক্ষণে প্রত্যেক দিবস কোন্ পয়দাএশ বারম্বার হইয়া থাকে, এই প্রত্যেক দিবস পয়দাএশ বারম্বার করা হিন্দুদিগের তুল্য, তাহারা প্রত্যেক বৎসর কৃষ্ণের পয়দাএশের সং করিয়া থাকে, মায়াজাল্লাহ, ইহা হজরতের পয়দাএশের সং স্থিরীকৃত হইল।"

আফতাবে ছাদাকাতের ৩২৩।৩২৪ পৃষ্ঠায় ও তহকিকোল-হকের ২৬।২৮ পৃষ্ঠায় এইরূপ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবজ্ঞাকারীর উপর কোফরের ফৎওয়া হওয়ার কথা উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

মাওলানা ছালামতুল্লাহ সাহেব এশবায়োল-কালামের ১১৪ পৃষ্ঠায়, মাওলানা আবদুল বারি ছাহেব ফাতওয়ায়-কেয়ামোল মিল্লাতে অদ্দীনের ১৬৪ পৃষ্ঠায় ও মাওলানা কারামত আলি সাহেব জখিরায়ে-কারামাতের ২।৮৩ পৃষ্ঠায় এইরূপ অবস্থাতে ঈমান নষ্ট হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন।

মাওলানা তাজুল-ইসলাম সাহেব মূল মিলাদ সম্বন্ধে মতভেদ না থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা তাহার পীর মুর্শেদের বিরুদ্ধ মত।

গাঙ্গুহী সাহেব ফাতওয়ায় রশিদিয়া ২।৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

عقد مجلس مولود اگرچہ اس میں کوئی امر غیر مشروع نہو مگر اہتمام وتداعی اس میں موجود ہے لہذا اس زمانہ میں درست نہیں *

মিলাদের মজলিশ যদিও উহাতে শরিয়তের খেলাফ কোন কার্য না থাকে, তবু চেষ্টা চরিত্র করা ও লোকদিগকে আহ্বান করা উহাতে হইয়া থাকে, কাজেই এই জামানাতে জায়েজ নহে। আরও ফাতাওয়ায় রশিদিয়া, ২ ১ পৃষ্ঠা–

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

انعقاد مجلس مولود هرحال ناجائز هے ۔ تداعی امر مندوب کے واسطے منه هے *

"মিলাদের মজলিশ করা প্রত্যেক অবস্থাতে নাজায়েজ মোস্তাহাব কার্যের জন্য লোক ডাকা নিষিদ্ধ।"

মাওলানা রেয়াছত আলি শাহজাহানপুরি সাহেব 'জামেয়োল-ফাতাওয়া'র ২।৬৫।৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

کیا مولوی رشید احد صاحب ناسخ شریعت محمدی صلعم کے ٹهرے جو تحزیر کرتے هیں که اگرچه اس میں کوئی امرغیر مشروع نه هوتب بهی ناجائز هے کیوں صاحب کیا اپ بانی شریعت جدیده کے هیں که گرخلاف شرع نه هواسکوبهی اپ ناجائز کرتے هیں اورتداعی هرامرمیں منع فرماتے هیں الخ *

"মৌলবী রশিদ আহমদ সাহেব কি শরিয়তে-মোহাম্মদীর মনছুখকারী হইলেন যে, লিখিতেছেন যে, যদিও উহাতে শরিয়তের খেলাফ কার্য্য না থাকে, তবু নাজায়েজ! কি সাহেব আপনি নূতন শরিয়ত প্রস্তুতকারী হইলেন যে, যদিও শরিয়তের খেলাফ না হয়, তবু উহা নাজায়েজ করিতেছেন? আর প্রত্যেক বিষয়ে লোকদিগকে আহ্বান করা নিষেধ করিতেছেন? আপনি ইহা কোন হাদিস কিম্বা ফেকাহের কেতাব হইতে সপ্রমাণ করুন, নচেৎ আপনার কেবল দাবি প্রত্যেক স্থলে ফলোদয় নহে। আপনারা সকলে দেস্তার বন্দীর মজলিশের জন্য লোকদিগকে ডাকিয়া থাকেন, ইহা নিষিদ্ধ হইল না, কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভালোচনা (জেকরে-খায়ের) যাহা বরকত, ছওয়াব ও ঈমান দৃঢ় হওয়ার হেতু, মুসলমানদিগকে একত্রিত হইয়া উহা শ্রবণ করা নিষিদ্ধ হইল? একটু আল্লাহকে ভয় করুন, এইরূপ নির্ভিক বচসাতে শরিয়তের দলীল ব্যতীত নিজের ভীত্তিহীন কেয়াছ বলে শরিয়ত সঙ্গত বিষয়কে হারাম ও নিষিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করা ভাল কথা নহে, ইহার পরিণাম মন্দ, অথচ বড় বড় আলেম মিলাদ শরিফের মাহফিলকে ভাল বলিয়া উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন। শাহ আবদুল হক মোহাদ্দেছ

www.AmarIslam.com

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

দেহলবি 'মাছাবাতা-বিস্‌সুছুন্নাহ' কেতাবে লিখিয়াছেন, সর্বদা মুসলমানগণ হজরতের পয়দাএশের মাসে মহফিল করিয়া আসিতেছেন, ওলিমা প্রস্তুত করিয়া থাকেন, উহার রাত্রে বিবিধ প্রকার ছদকা করিয়া থাকেন, আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন, সৎকার্য্য বেশী করিয়া থাকেন, মিলাদ পাঠের জন্য চেষ্টা চরিত্র, সাধ্য সাধনা করিয়া থাকেন, তাহাদের উপর উহার বরকত ব্যাপক অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। উহার পরীক্ষিত খাছিএত এই যে, সেই বৎসর নিরাপদ লাভ হইবে এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার ইহা আশু সুসংবাদ। আল্লাহতায়ালা উক্ত ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করুন যে, হজরতের পয়দাএশের মোবারক মাসের রাত্রিগুলিকে ঈদ করিয়া লয়, যে ব্যক্তির অন্তরে হিংসা ও অবাধ্যতা আছে, তাহার পক্ষে ইহা কঠিন অশান্তিদায়ক হইয়া থাকে।

ছিরাতে হালাবী ও মাওয়াহেবে-লাদুন্নিয়াতে আছে, সর্বদা মুসলমানগণ সমস্ত অঞ্চলে ও বড় বড় শহরে হজরতের পয়দাএশের মাসে মাহফিল করিয়া থাকেন ও তাঁহার মিলাদ পাঠে চেষ্টা চরিত্র করিয়া থাকেন এবং উহার বরকতে তাহাদের উপর ব্যাপক অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই রেওয়ায়েতগুলির খোলাছা এই যে, মুসলমানগণ সর্বদা মিলাদ শরিফের মজলিশ করিয়া আসিতেছেন, সমস্ত বড় বড় শহরে ও দুনিয়ার সমস্ত অঞ্চলে এই নেক তরিকা জারি আছে, আর মিলাদ শরিফ পাঠে চেষ্টা চরিত্র করিয়া থাকেন। দেখুন, বড় বড় আলেম ও মোহাদ্দেছ দীনের বোজর্গগণ হইতে চেষ্টা চরিত্র করার কথা উল্লেখ করিতেছেন, আর মৌলবী রশিদ আহমদ চেষ্টা চরিত্র করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ উল্লেখ করিতেছেন।"

মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্বী সাহেব মজমুয়া ফাতাওয়ার দ্বিতীয় ভাগে লিখিয়াছেন যে, কেয়ামের কোন শরিয়ত সঙ্গত বিশ্বাসযোগ্য দলীল নাই, ইহার প্রতিবাদে তাঁহার ভ্রাতা মাওলানা আবদুল বারি সাহেব 'ফাতাওয়ায়-কেয়ামোল মিল্লাতে অদ্দীন' এর ১।১০৩।১০৪ পৃষ্ঠায় কি লিখিয়াছেন তাহা শুনুন।

মাওলানা আবদুল হাই সাহেব বলিয়াছেন, কেয়ামের মোস্তাহাব হওয়ার কোন বিশ্বাসযোগ্য দলীল দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

ফৎওয়া-সংগ্রহকারী বলিয়াছেন–

علمای کبار کے اختیار کئے هوئے ایسے افعال موجب خیر وبرکت هیں اورمصالح دقیقه اور فوائد عدیده پرمشتمل هیں جب تك كوئی دلیل قوی ان کی حرمت یا

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بدعت سیئہ ہونے پر قائم نہو انکو ترک کرنا نہ چاہئے
کیونکہ توارث علما خود ایك دلیل ہے فقیرکا اور بزرگان
فقیر معمول یہ ہے کہ وہ میلادِ کی محافل کرتے ہین اور
قیام بہی اس مین کیا جاتاہے اور اسکو مستحسن تصور
کرتے ہین کہ کوئی قج شرعی معتدبہ نہین ہے - جس کی
وجد سے اس مین حرمت یا سیئۃ ہو *

"বড় বড় আলেমগণের মনোনীত এইরূপ কার্য্য-কলাপ কল্যাণ ও বরকতের কারণ হইয়া থাকে, ইহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মছলেহাত ও অনেক ফায়দা আছে। যতক্ষণ ইহার হারাম কিম্বা বেদয়াতে-ছাইয়েয়া হওয়ার সবল দলীল প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ উহা ত্যাগ করা চাই না; কেননা আলেমগণের পুরুষ পরম্পরায় বিনা প্রতিবাদে করাই একটি দলীল। আমার ও আমার বোজর্গগণের নিয়ম এই যে, মিলাদের মহফিল করিয়া থাকি, কেয়াম করা হয়, উহাকে মোস্তাহাব ধারণা করি, কেননা উহাতে এমন বিশ্বাসযোগ্য শরিয়ত সঙ্গত কোন দোষ নাই যদ্দারা উহা হারাম কিম্বা বেদয়াতে ছাইয়েয়া হইতে পারে।"

তৎপরে তিনি উহার ১৭০।১৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

"সমস্ত ইসলামি শহরে হজরতের পয়দাএশের আলোচনা কালে কেয়াম করিয়া দরুদ ও তাঁহার প্রশংসাসূচক কবিতা পড়িয়া থাকেন, ইহাও হাদিস হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে। শামায়েলে-তিরমিজিতে আছে–

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরাতোল-কাজাতে মক্কা শরিফে প্রবেশ করিয়াছিলেন, (কবি) ইবনে-রোওয়াহা কবিতা পড়িতে পড়িতে তাঁহার সম্মুখে চলিতে লাগিলেন, কবিতাটি এই–

خلوا بنی الکفار عن سبیله
الیوم نضربم علی تنزیله
ضربا یزیل الها عن مقیله
یذهل الخلیل عن خلیله

ইহাতে (হজরত) ওমর বলিলেন যে, ইবনে রোওয়াহা, তুমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতে ও আল্লাহতায়ালার হেরমে কবিতা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পড়িতেছ? তদুত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওমর, তুমি তাহাকে পরিত্যাগ কর, নিশ্চয় উহা তীর নিক্ষেপ হইতে সমধিক তীক্ষ্ণ।

ইমাম বোখারি ও তিরমিজি আয়েশা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাছছান ইবনে ছাবেতের জন্য মসজিদে মিম্বর স্থাপন করিতেন। তিনি উহার উপর দাঁড়াইয়া হজরতের প্রশংসা করিতেন। ইহাতে সপ্রমাণ হয় যে, হজরতের প্রশংসা সূচক কবিতা দাঁড়াইয়া পড়া হজরতের পছন্দনীয় বিষয়, কাজেই মিলাদের সময় উহা দাঁড়াইয়া পড়া মোস্তাহাব হইবে। আর ইহার উপর নেককার আলেমদিগের তাওয়ারোছ সাব্যস্ত হইয়াছে।

মাওলানা আবদুল হাই সাহেব যে লিখিয়াছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবাগণকে কেয়াম করিতে নিষেধ করিতেন এবং ছাহাবাগণ তাঁহার জন্য কেয়াম করিতেন না, ইহা যে সর্বতোভাবে সত্য নহে, তাহা মাওলানা আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবি মেশকাতের টীকা আশেয়া'তোল লাময়াতের ৪।২৪–৩২ পৃষ্ঠাতে ও মাওলানা আবদুল বারি লাক্ষ্ণবি 'ফাতাওয়ায়'-কেয়ামোল মিল্লাতে অদ্দীন' এর ১৭৩–১৭৬ পৃষ্ঠাতে সপ্রমাণ করিয়াছেন।

স্বয়ং মাওলানা আবদুল হক লাক্ষ্ণবি সাহেব মজমুয়া ফাতাওয়ার ১।৭৪–৭৬ পৃষ্ঠায় ইহার প্রতিবাদে লিখিয়াছেন, আলেম দলের নেতা ও সৈয়দগণের তা'জিমের জন্য কেয়াম করা জায়েজ হইবে।

বোখারি ও মোছলিম আবু সাঈদ খুদরির রেওয়াএতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছা'দ ইবনে মোয়াজের জন্যে বলিয়াছিলেন, তোমরা তোমাদের সৈয়দের (নেতার) জন্য দাঁড়াইয়া যাও।

ইমাম গাজ্জালি এহইয়াওল-উলুমে লিখিয়াছেন, কোন আগন্তুকের আগমন কালে কেয়াম করা আরবদিগের রীতি ছিল না, বরং ছাহাবাগণ কতক সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দাঁড়াইতেন না, যেরূপ আনাছ রেওয়াএত করিয়াছেন, কিন্তু ব্যাপকভাবে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হয় নাই। যে শহরগুলিতে অতিথির সম্মানের জন্য কেয়াম করার রীতি আছে, উহা আমরা দোষ ভাবি না, কেননা তাহার সম্মান ও অন্তরে আনন্দ প্রদান উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। অবশ্য লোকের দাঁড়াইয়া যাওয়া ভাল জানা–এর এইরূপ আকাঙ্খা করা যে, লোকেরা আমার তা'জিমের জন্য দাঁড়াইয়া যাউক, ইহা মকরুহ, কেননা আবু দাউদ ও তিরমিজি রেওয়াএত করিয়াছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভালবাসে যে, লোকেরা তাহার জন্য দাঁড়াইয়া থাক, সে যেন নিজের বাসস্থান দোজখ স্থির করিয়া লয়। ইমাম নববী বলিয়াছেন, ইহার স্পষ্ট

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশ্য অর্থ এই যে, যদি কোন ব্যক্তি ভালবাসে যে, লোকেরা তাহার জন্য দাঁড়াইয়া যায়, তবে তাহার জন্য তাড়না করা ও কঠিন ভয় দেখান হইয়াছে। ইহাতে কেয়াম নিষিদ্ধ হওয়ার ইঙ্গিত করা হয় নাই এবং উহা মকরূহ হইবে না।

যদি কেহ সন্দেহ করে যে, আবু দাউদ ও ইবনে মাজা আবু-ওমামা-বাহেছি হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যষ্টি ভর করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, ইহাতে আমরা তাঁহার জন্য দাঁড়াইয়া গেলাম, তদ্দর্শনে হজরত বলিলেন, তোমরা এরূপ ভাবে দণ্ডায়মান হইও না যেরূপ 'আজমি'গণ দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাদের একে অন্যের সম্মান করিয়া থাকে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, কেয়ামে-তা'জিমি নিষিদ্ধ। ইহার জওয়াব এই যে, এই হাদিসে প্রত্যেক প্রকার কেয়াম নিষিদ্ধ হয় নাই, বরং উক্ত কেয়াম নিষিদ্ধ হইয়াছে, যাহা আজমিরা করিয়া থাকে, তাহারা কেয়ামে তা'জিমিকে জরুরি বিষয় ধারণা করিত এবং উহা ভাল জানিত, হজরত এইরূপ কেয়াম নিষেধ করিয়াছেন, প্রত্যেক কেয়াম নিষেধ করেন নাই, কেননা বয়হকি রেওয়ায়েত করিয়াছেন, রাছূলুল্লাহ আমাদের সঙ্গে বসিতেন, কথা বলিতেন, যখন তিনি দাঁড়াইতেন, আমরাও দাঁড়াইতাম, এমন কি আমরা তাঁহাকে কোন বিবির গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিতাম। যদি প্রত্যেক প্রকার কেয়ামে তা'জিমি নিষিদ্ধ হইত, তবে হজরতের দাঁড়াইবার সময় ছাহাবাগণ দাঁড়াতেন না। আরও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কেয়াম প্রমাণিত হইয়াছে, আবু দাউদ, তিরমিজি ও নাছায়ি হজরত আয়েশার রেওয়ায়েতে বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত ফাতেমা আগমন করিলে, হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার জন্য দাঁড়াইয়া যাইতেন। মূলকথা, কেয়ামের আকাঙ্খা করিলে, কিম্বা উহা জরুরি বুঝিয়ে কিম্বা আজমিদের তা'জিমের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিলে, উহা নিষিদ্ধ হইবে, কিন্তু কোন অতিথির তা'জিমের জন্য প্রত্যেক অবস্থাতে কেয়াম করা নিষিদ্ধ নহে ইহার নিষেধের জন্য কোন হাদিসসমূহ হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে, উহা বিচক্ষণ আলেমগণের, ফকিহ ও মোহদ্দেছগণের মত।

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ সাহেব 'হুজ্জা-তোল্লাহেল বালেগা' কেতাবের ২।১৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

وعندى انه لا اختلاف فيها فى الحقيقة فان المعانى التى يدور عنيها الامر والنهى مختلفة فان العجم كان من امرهم ان تقوم الخدم بين يدى سادتهم والرعية بين يدى

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ملوكهم وهو من افراطهم فى التعظيم حتى كاد يتاخم الشرك فنهوا عنه والى هذا وقعت الاشارة فى قوله عليه السلام كما يقوم الا عاجم وقوله عليه السلام من سره ان يتمثل يقال مثل بين يديه مثولا اذا انتصب قائما للخدمة و تطيبا۷اما اذا كان تبشيشا له و اهتزازا اليه واكراما لقلبه من غير ان يتمثل بين يديه فلا باس به فاذا ليس يتاخم الشرك *

"আমার নিকট প্রকৃতপক্ষে এইরূপ হাদিসগুলিতে কোন বৈষম্য ভাব নাই, কেননা যে হেতুবাদগুলির উপর আদেশ নিষেধ নির্ভর করিতেছে উহা ভিন্ন ভিন্ন, কেননা আজমিদের নিয়ম এই ছিল যে, খাদেমেরা তাহাদের প্রধানের সম্মুখে ও প্রজারা তাহাদের বাদশার সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া থাকিত, ইহা তা'জিমে অতি বাড়াবাড়ি করা, ইহা শেরকের নিকট। এইহেতু উহা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। হজরতের নিম্নোক্ত কথায় ইহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যথা— "যেরূপ আজমিরা দাঁড়াইয়া থাকে।" "যে ব্যক্তি ভালবাসে যে, (লোকে) দাঁড়াইয়া থাকে।"

مثل بين يديه مثولا বলা হয়, ইহার অর্থ, কেহ খেদমতের জন্য দাঁড়াইয়া থাকে। যদি সন্তুষ্ট, আনন্দিত, সম্মান করা হেতু ও তাহার হৃদয়কে প্রফুল্ল করার উদ্দেশ্যে দাঁড়াইয়া যায়, কিন্তু তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া না থাকে, তবে কোন দোষ নাই, কেননা ইহা শেরেকের নিকট হয় না। মাওলানা লাক্ষ্নবি উহার ২।৪০১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, মোল্লা আলি কারি মেশকাতের শরাতে লিখিয়াছেন, মোস্তাহাব কার্যের উপর হঠকারিতা করিলে এবং তাহার দুর্ণাম করিলে এবং তাহাকে লাঞ্ছিত করিলে, মকরূহ হইবে, কিন্তু এতগুলি কথা মেরকাতে নাই, ইহা জাল কথা।

আর কেয়াম ত্যাগকারীকে তিরস্কার করিলে, যে এছরার করা হয় না, ইহা পূর্বে সপ্রমাণ করা হইয়াছে। আরও তিনি উহার ৪০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ছুন্নত ও বেদয়াত লইয়া মতভেদ হইলে, উহা ত্যাগ করা ভাল।

ইহার উত্তর এই যে, যদি উভয় মত তুল্য হয়, তবে এই ব্যবস্থা হইবে, আর এস্থলে মোস্তাহাব হওয়ার প্রতি এজমা ও তাওয়াতোছ হইয়াছে। বেদয়াত হওয়া একেবারে জইফ মত, কাজেই উক্ত ব্যবস্থা খাটিবে না।

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাওলানা গাঙ্গুহি ফাতওয়ার ১৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, মোজাদ্দেদ আলফে ছানি সাহেব মকতুবাতে মিলাদ শরিফ নাজায়েজ বলিয়াছেন।

ইহার উত্তর।

তিনি মকতুবাতের ১।৩৫৪ পৃষ্ঠাতে (২৭৩ মকতুবে) লিখিয়াছেন–

যদি পীর ছাহেব এই সময়ে দুনিয়াতে জীবিত থাকিতেন আর এই মজলিশ ও সভা হইত, তবে তিনি কি এই কার্যে রাজি হইতেন কিনা এবং এই সভা পছন্দ করিতেন কিনা? আমার বিশ্বাস, তিনি কখনও এই বিষয় জায়েজ রাখিতেন না, বরং এনকার করিতেন।

মাওলানা রিয়াছত আলি খাঁ সাহেব 'জামেয়োল-ফাতাওয়া'র ২।৬৮ পৃষ্ঠায় উহার উত্তরে লিখিয়াছেন–

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سره اپنے مکتوبات مین ممانعت اجتماع کی فرماتے هین تووه خاص طور کا اجتماع کی که جس مین خلاف شرع امور متحقق هون منع فرماتے هین چنانچه لفظ این مجلس واجتماع دال قویاس مدعاپر هے ۔ نه کل مو لد شریف خوانی حاشاوکلاوه مولود شریف که جس مین خلاف شرع کوئی امرنه هووه هرکز منع نهین کرسکتا سوای فرقه ضاله وهابیه کے دوسرے یه که جواز قراة مولودشریف مین مجدد الف ثانی قدس سره تحریر فرماتے هین ۔ دیگردر باب مولود خوا نی اندراج یافته بود در نفس قران خواندن بصوت حسن ودر قصائد نعت ومنقبت خواندن چه مضایقه است ممنوع تحریف وتغبیر حروف قران است والتزام رعایت مقامات نعمه وترديد صوت بان یطریق الحان یاتصفیق مناسب که ان در شعر نیز غیر مباح ست اگر برنجهی خوانند که تحریفی در شعرنیز قرانی قاقع نشردودر قصائد خواندن شرائط مذکوره متحقق نگردد

www.AmarIslam.com

وان راهم بغرض صحیح تجویز نمایند چه مانع است مکتوب هفتاد و دویم جلد ثالث *

"হজরত মোজাদ্দেদ সাহেব মকতুবাত শরিফে এই সমবেত হওয়া নিষেধ করিতেছেন, উহা বিশিষ্টভাবের সমবেত হওয়া যাহার মধ্যে শরিয়াতের খেলাফ কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, ইহাই নিষেধ করিতেছেন, যেরূপ "এই মজলিশ ও এই সমবেত হওয়া" শব্দদ্বয় এই দাবির প্রবল দলীল। তিনি প্রত্যেক প্রকার মিলাদ খানি নিষেধ করেন না, কখনই না, কদাচ না। যে মিলাদে শরিয়তের কোন খেলাফ কার্য্য না থাকে, উহা গোমরাহ, অহারী ফেরকা ব্যতীত নিষেধ করিতে পারে না। দ্বিতীয় তিনি নিজে মিলাদ শরিফ সম্বন্ধে তৃতীয় খণ্ডের ৭২ মকতুবে (১১৬ পৃষ্ঠায়) বলিতেছেন, "ইহা মিলাদ পাঠ ও প্রশংসাসূচক কবিতা পড়াতে কি দোষ আছে।

কোরআন শরিফের অক্ষরগুলি পরিবর্তন ও তহরিক করা, সঙ্গীতের রাগরাগিনীর নিয়ম পালন করা লাজেম করিয়া লওয়া, রাগ-রাগিনী ভাবে উহার আওয়াজ ঘুরান মোয়াফেক (অনুকুল) ভাবে হাতে তালি দেওয়াসহ নিষিদ্ধ, ইহা কবিতাতেও নাজায়েজ। যদি এরূপ ভাবে (মিলাদ) পাঠ করে যে, উহাতে কোরআন শরিফের শব্দগুলি পরিবর্তন না হয় এবং কবিতা পাঠে উল্লিখিত শর্তগুলি পাওয়া না যায় এবং তাহারা জায়েজ উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা দেন, তবে কি নিষেধ হইবে?

শেষ মন্তব্য–

মাওলানা তাজুল-ইছলাম সাহেব মাওলানা খলিল আহমদ সাহেবের বারাহিনে-কাতেয়া দলীল স্বরূপ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহার অবস্থা শুনুন।

মাওলানা 'আবদুছ-ছমি' ছাহেব 'আনওয়ারে ছা'তেয়া' কেতাবের ১৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

ملك الموت هرجگهه حاضر هے بهلا ملك الموت عليه السلام تو ایك فرشته مقرب هے دیکهو شیطان هر جگهه موجود هے ۔ علامه شامی نے لکها هے که شیطان تمام بنی ادم کے ساتهه رهتا هے *

"মালাকোল মাওত প্রত্যেক স্থানে উপস্থিত থাকেন, আচ্ছা আজরাইল ত একজন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা, দেখ, শয়তান প্রত্যেক স্থানে মওজুদ আছে। আল্লামা শামী লিখিয়াছেন, শয়তান সমস্ত আদম সন্তানের সঙ্গে থাকে।"

islamibookbd.wordpress.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

ইহার উত্তরে মাওলানা খলিল আহমদ সাহেব বারাহিনে কাতেয়া'র ৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন–

شیطان وملك الموت دویه وسعت علم کی نص سے ثابت هوئی ۔ فخر عالم صعلم کی وسعت علم کی کونسی نص قاطع هے *

"শয়তান ও আজরাইলের এই বিস্তৃত এলম কোরআন হাদিছ হইতে সাব্যস্ত হইয়াছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এলমের বিস্তৃতি সম্বন্ধে অকাট্য দলীল কোথায়?"

ইহাতে তিনি হজরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এলম অপেক্ষা শয়তানের এলম অধিকতর হওয়ার দাবি করিয়াছেন, প্রিয় পাঠক, হজরতের এলমের অবস্থা পূর্বেই সপ্রমাণ করা হইয়াছে। ইনি এইরূপ কথা বলিলেন। গাঙ্গুহি মাওলানা সাহেব কেয়াম করা কৃষ্ণের 'সং' বলিলেন। থানভী মাওলানা সাহেব উন্মাদ, বালক ও চতুষ্পদ পশুর এলমের সহিত হজরতের এলমের তুলনা দিয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের কেতাবের সমস্ত কথা কি মুসলমানগণ মানিতে পারেন? কখনই না।

বিনীত–

ফয়জুর রহমান

মোহাম্মদপুর, পোঃ কল্যানদী, নোয়াখালী।

islamibookbd.wordpress.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com